GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

Class No. B 891.441

Book No. K717m V. 1

N. L. 38.
MGIPC—S1—19 LNL/62—27-3-63—100,000.

BRISTOL
EDUCATION SOCIETY.
MUSEUM.

# মহাভারত

M h b r t S.2

ব্যাসোক্ত ।—

পদাবলি ছন্দে ।

কাশীরাম দাস বিরচিত ।—

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।—

১৮০১ ।—

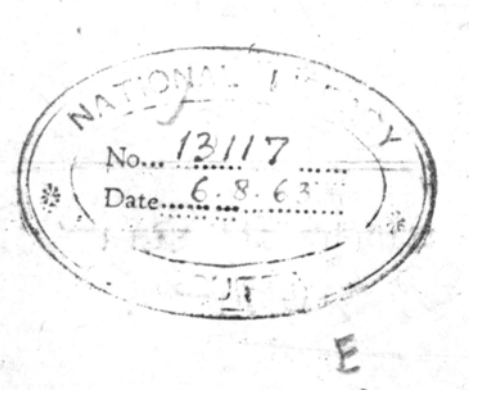
No... 13117
Date... 6.8.63

# মহাভারত।

## আদি পর্ব্ব।

সর্ব্ব শাস্ত্র বীজ হরি নাম দুই অক্ষর
আদি অন্ত নাহি তাহা বেদে অগোচর।
পুণ্যময় পুস্তক ভারত নামধর
যার নাম লইলে নিষ্পাপি হয় নর।
পরাসর শুত মুখে হইল সম্ভব
অমল কোমল দিব্য ত্রৈলোক্য বল্লভ।
গীত অর্থ কৈল তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ
কেশব রচিত তাহে বিবিধ আখ্যান।

তরিতে সদুক্তি সেই প্রচণ্ড তপনে
ভারত পঙ্কজ ফুটে যার দরশনে।
সুজন সুবুদ্ধি লোক হইয়া ষটপদি
ভারত পঙ্কজ মধু পিয়ে নিরবধি।
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ
কলির কলুষ যত হয়ত বিনাশ।
ষষ্টি লক্ষ শ্লোক ব্যাস ভারত রচিল
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেব লোকে দিল।
সুর লোকে পড়িল নারদ তপোধন
ইন্দ্র আদি দেবগণ করেন শ্রবন।
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃ লোকে শুনে
দেবগণ আদি তথা করেন পঠনে।
শুক পঠেন শুনে গন্ধর্ব যক্ষ রক্ষ
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ।

এক লক্ষ শ্লোক প্রচারিল মর্ত্য পুরে
সংসার নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে।
বৈসম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের চরনে।
চারি বেদ ষড় শাস্ত্র এক ভিতে কৈল
ভারত সহিৎ মুনি তুলেতে তুলিল।
ভারেতে অধিক তেঞি হইল ভারত
বিবিধ পুরানে গুরু যাহার সম্মত।
সভার চরিত্র এই ভারত ভিতর
যাহার শ্রবনে নিস্তারি কলেবর।
সরব শাস্ত্রগন মধ্যে প্রধান গনন
দেবগন মধ্যে যেন দেব নারায়ন।
নদ নদী মধ্যে যেন প্রবেশে সাগর
সকল পুরান কথা ভারত ভিতর।

অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহা মুনি
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনি।

শ্লোক ছন্দে গ্রন্থ তবে রচিলেক ব্যাসে
গীত ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে।

শনকাদি মুনিগণ নৈমীশ কাননে
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে এক মনে।
লোমহর্ষন পুত্র সৌতি নামধীর
ব্যাস ওপদেশে সর্ব্ব শাস্ত্রেতে তৎপর।
ভ্রমিতে২ গেল নৈমীশ কাননে
শনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেই খানে।
মুনিগনে প্রনমিল সুতের নন্দন
আশীর্ব্বাদ করি সভে দিলেন আসন।
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগনে
তোর তাত সুত ছিল বহু শাস্ত্র জানে।

নানা চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন
সুত মুখে বহু শাস্ত্র করেছি শ্রবনে।
তার পুণ্য তুমি জিজ্ঞাসি তেকারনে
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবনে।
ভৃগু বংশে ওৎপত্তি হইল কোন মতে
বিস্তার করিয়া কহ আমার অগ্রেতে।
সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগনে
কহিব বিচিত্র কথা ব্যাসের রচনে।
ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহা মুনি
পুলোমা নামেতে কন্যা তাহার গৃহিনী।
গর্ব্ববতী পুলোমা রাখিয়া নিজ ঘরে
ভৃগু মহা মুনি গেল স্নান করিবারে।
হেন কালে তথা আসে দানব ভয়ঙ্করে
ভৃগুর গৃহিনী দেখে একা শূন্য ঘরে।

কামেতে পিড়ীত চিত্ত লজ্জা নাহি ভয়
কন্যা দিল ঘন মূলী কিছু নাহি যায় ।
বলেতে হরিব বলি বিচারিল মনে
গৃহে পুবেশিতে দেখে জ্বলন্ত আনলে ।
অগ্নি দেখে চাহে বলে দানব দুরন্ত
কহ বৈশ্যানর তুমি জান আদি অন্ত ।
ইহার জনক পূর্ব্বে বরিলেক মোরে
মোরে বিভা নাহি দিয়া দিলেক ভৃগুরে ।
মিথ্যাবাদি ভৃগু নাহি করিল্ল বিচার
বিভা করি আনে কন্যা বরন আমার ।
মিথ্যা না কহিও তুমি কহ সত্য বানী
ন্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিনী ।
দানবের বোলে শুনি অগ্নি হৈল ভীত
কেমনে কহিব মিথ্যা হইল চিন্তিত ।

সত্য কৈলে কন্যা লইয়া যাইবে দানব
ভাবিয়া তাহার প্রতি বলে জলোদ্ভব।
যে কালে ইহার বাপ কহিলেক মোরে
বিধি মতে বেদ মন্ত্রে তোরে নাহি বরে।
বিধি মতে বিভা কৈল ভৃগু মুনিবর
ইহার জনক দিল আমার গোচর।
ন্যায়েতে পুলোমা হৈল ভৃগুর রমনী
শুনিয়া দানব হৈল জ্বলন্ত অগিনি।
বলে ধরি কন্যা লৈয়া চলিল সত্বর
ভূমিতে পড়িয়া কন্যা কাঁপে থরহর।
কান্দয়ে পুলোমা বহু বিলাপ করিয়া
বালকে জন্মিল কোরি গর্ব্ভেতে থাকিয়া।
দ্বিতীয় সূর্য্যের প্রায় হইল বাহির
ভস্ম রাশী করিল দানব মহা বীর।

হেন কালে আইল তথায় পদ্মযোনী
ক্রন্দন নিবর্ত্ত কৈল বলি প্রিয় বাণী।
ক্রন্দনে বহিল অশ্রুজল পুলোমার
খরতর স্রোত বহে নদী ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইলেন বিধি
নাম তার দিল বলি বধূবতী নদী।
বধূকে রাখিয়া গৃহে গেল প্রজাপতি
পুত্র কোলে করিয়া আশ্রমে দুঃখ মতি।
হেন কালে স্নান করি আইল ভৃগু মুনি
জিজ্ঞাসিল চিত্ত তোর বিরসতা কেনি।
স্বামীরে দেখিয়া কন্যা করিয়া রোদন
কহিলেক যতেক দানব বিবরণ।
তোমার তনয় এই কৈল পৃতিকার
দানব মারিয়া মোর করিল উদ্ধার।

এত শুনি পুন ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল
কি কারণে দানব ধরিয়া তোরে নিল।
কন্যা বলে আচম্বিতে আইল দুষ্ট যতি
আমারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল অগ্নি প্রতি।
বৈশ্যানর বোলে মোরে নিলেক দুর্জ্জন
শুনিয়া হইল ভৃগু ক্রোধে অচেতন।
আজি হইতে সর্ব্ব ভক্ষ হও হুতাসন
কুপিল আনল শুনি ভৃগুর বচন।
কোন দোষ কৈল মুনি সাঁপ দিল মোরে
যাহা জানি সত্য বোল কৈল দানবেরে।
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেবা জন
ইহকালে কুষ্ঠিত অন্তে নরকে গমন।
ওভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে
জানিয়া আমারে সাপ দিলা বিনা দোষে।

মোর মুখে দিলা তৃপ্তি দেব পিতৃগণ
অনুচিত শাপ মোরে দিলা কি কারণ।
এত বলি বৈশ্যানর দেবগণ লৈয়া
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া।
ব্রহ্মা বলে অগ্নি দুঃখ না ভাবিহ মনে
সকল হইবে শুদ্ধ তোমার কিরণে।
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তোষ হইয়া
পুনরপি জগতেতে ব্যাপিল আসিয়া

সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণ
হেন কালে ভৃগু পুত্র হইল চ্যবন।
ভৃগুতি নামেতে হৈল চ্যবন তনয়
তাহার তনয় হৈল ঋরু মহাশয়।
ভৃগুদুরা ভার্য্যা তার পরম সুন্দরী
গর্ব্ভে জন্ম হৈল যার মেনকা অপ্সরী।

কত কালে যৈল কন্যা সর্পের দংশনে
দেখি শোকাকুল হইল যত বন্ধুগনে।
ভার্য্যার মরন শোকে ভৃগুতি নন্দন
একাকী অরন্য মধ্যে করয়ে ক্রন্দন।
মুনির ক্রন্দন দেখি যত দেবগন
দেব দূত পাঠাইল পূর্ব্বোবি কারন।
দেব দূত বলে রুরু কান্দ কি কারনে
মরিল তোমার ভার্য্যা আয়ুর বিহনে।
ইহার ওপায় আর নাহি ত্রিজগতে
আছয়ে ওপায় এক কহিব তোমাতে।
আপন অর্দ্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে
তবে পাবা নিজ ভার্য্যা কহিল তোমারে।
অর্দ্ধ আয়ু দিব রুরু কৈল অঙ্গিকার
জীওক যে ভার্য্যা মোর কর প্রতিকার।

এত শুনি দেব দূত রুরুকে লইয়া
যমের ভুবনে গেল বিমানে চড়িয়া।
যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ
অর্দ্ধ আয়ু স্ত্রীকে দিল ভৃগুতি নন্দন।
ধর্ম্ম রাজ বলে জীউক তোমার গৃহিনী
চলং নিজলায় যাহ দ্বিজ মুনি।
ধর্ম্ম বোলে ভৃমদুরা জীবন পাইল
দেখিয়া ভৃগতি পুত্র আনন্দ হইল।
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে
মারিব ভুজঙ্গ যত দেখিব নয়নে।
হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প অন্বেষনে
মারিল অনেক সর্প না যায় গননে।
এক দিন ভ্রমে মুনি অরন্য ভিতর
দেখিলেক মহা সর্প অতি ভয়ঙ্কর।

সর্প দেখি ডণ্ড লইয়া যায় মারিবারে
দেখিয়া দুণ্ডুভ ডাকি বলে উচ্চস্বরে।
কি দোষ করিলাম আমি তোমার সদনে।
অহিংসক জনে মার কিসের কারণে।
রুরু বলে শুন দোষে না করি বিচার
সর্প পাইলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার।

দুণ্ডুভ বলেন আমি নাম মাত্র সাপ
অহিংসক হিংসনে জন্মায়ে মহা পাপ।
এতেক শুনিয়া রুরু ভাবে মনে মন
জিজ্ঞাসিল কহ তুমি কোন মহা জন।
সর্প বলে আমি পূর্ব্ব মুনির কুমার
চিত্রশেন নাম সখা ছিলেন আমার।
তাল পত্র সর্প এক করিয়া রচন
সখারে দিলাম আমি হাস্যের কারণ।

সর্প দেখি মোহ গেল মুনির তনয়
ক্রোধ করি সাঁপ মোরে দিল অতিশয়॥
হীন বীর্য্য সর্প হইয়া থাকহ কাননে
পুনরপি বলে মোরে করুণা বচনে।
অচিরে হইবা মুক্ত শুন প্রাণ সখা
রুরুর সহিত যত দিনে হবে দেখা।
ভৃমতির পুত্র তুমি ভৃগু বংশে জন্ম
দ্বিজ হইয়া কর কেনে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম।
ব্রাহ্মনের কর্ম্ম নহে লোকের হিংসন
অল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি লক্ষন।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করহ পালনে
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষা করহ যতনে।
পূর্ব্বে রাজা জন্মেজয় সর্প যজ্ঞ কৈল
দয়ায় সর্পের কুল ব্রাহ্মনে রাখিল।

অস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকার সুত
যাহার চরিত্র কথা শুনিতে অদ্ভুত।
রুরু বলে কহ শুনি অস্তিক আখ্যান
কি মতে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ।
কি কারণে সর্প যজ্ঞ কৈল জন্মেজয়
কহ শুনি মুনিবর যাতুক বিস্ময়।
মুনি কহে সেই কথা কহিতে বিস্তর
শুনিবারে চিত্ত যদি আজয়ে তোমার।
মুনিগনে জিজ্ঞাসিলে কহিবে সকল
আজ্ঞা দেন যাব আমি আপনার স্থল।
এত বলি দিব্য মূর্ত্তি হইল তৎক্ষনে
অন্তর্দ্ধান হইয়া মুনি গেল যথা স্থানে।
বিস্ময় জন্মিল রুরু মনে ভাবে তাপে
আপনার গৃহে আসি জিজ্ঞাসিল বাপে।

ভৃগুতি বলেন আমি সব তাহা জানি
অস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনি।

মহা ভারতের কথা অমৃতের ধার
শ্রবনের সুখ ইহা বিনে নাহি আর।
কাশী রাম দাসের প্রনাম সাধু জনে
পাইবা পরম প্রীত যাহার শ্রবনে।

জিজ্ঞাসিল রুরু ভবে জনকের স্থানে
ভৃগুতি বলেন শুন অদ্ভুত আখ্যানে।
জটাচাবর্ বংশে জন্ম জরৎকার মুনি
যোগেতে পরম যোগী ত্রিজগতে জানে।
সচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ দেশান্তরে
উলঙ্গ উন্মত্ত বেস সদা অনাহারে।
এক দিন অরন্যে ভ্রময়ে তপোধিন
এক গোটা গর্ত দেখে অদ্ভুত কথান।

তথি মধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কত জন
এক ওলা মুল ধরিয়াছে সর্ব্ব জন।
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল জরৎকার
কি কারনে এত দুঃখ তোমা সভাকার।
যে ওলা মুল ধরিয়াচ সর্ব্ব জনে
মুষিক খুদিছে মুল না দেখ নয়নে
এক গোটা মুল মাত্র দৃঢ় আছে তনে।
এখনে ছিণ্ডিবে ইহা ওন্দুর দংসনে
তবেত পড়িবে সভে গর্ত্তের ভিতর
এত শুনি পিতৃগন করিল ওত্তর।

জটাচার্ব্ব বংশে আমা সাভার ওৎপত্তি
নির্ব্বংশ হইলাম সেই হইল হেন গতি।
ঋষি বলে কেহ বংশে নাহিক তোমার
বংশে জন্মাইয়া করে সভার ওদ্ধার।

পিতৃগণ বলে মাত্র আছে এক জন
মূর্খ দুরাচার সেই বংশ অভাজন।
না করিল কুল ধর্ম্ম বংশের রক্ষণ
জরৎকার নাম তার শুন মহা জন।

এত শুনি জরৎকার বিস্ময় হইয়া
আমি জরৎকার বলি কহিল ডাকিয়া।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব পালন।

পিতৃগণ বলে কর পানি গ্রহণ
সন্ততি জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিজ্ঞ তুমি তপেতে তৎপর
পুণ্যবন্তে যেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর।
মহা পুন্য করি লোক না যায় যথায়
পুণ্যবন্তে লোক সব তথাকারে যায়।

তেকারণে যত্নে বিভা কর মুনিবর
পুত্র জন্মাইয়া আমা সভা রক্ষা কর।

পিতৃগণ বোল শুনি বলে জরৎকার
যত্নে না করিব বিভা কৈল অঙ্গিকার।
কোঁর নামে কন্যা হবে যাচি কেহ দেয়
তবে সে করিব বিভা কহিল নিশ্চয়।
তাহার গর্ব্ভেতে যেই জন্মিবে কুমার
তোমা সভাকার সেই করিবে উদ্ধার।
শুনি অন্তর্দ্ধান হইল যত পিতৃগণ
শূন্যতে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।

বিভা করি জরৎকার জন্মাহ সন্ততি
বংশ হইলে হইবেক সভার সদ্গতি।
যেই বেনা মূল সভে ছিলায় ধরিয়া
তুমি আছ সেই মূল আগেত লাগিয়া।

মুনিকে যদিতেছিল মুনিক সে নহে
মুখা কহে আপনি ধর্ম্ম মহাশয়।

এত শুনি জরৎকার করিল গমন
বহু দেশ দেশান্তর করয়ে ভ্রমণ।
পিতৃগণ আজ্ঞা শুনি চিন্তে অনুক্ষণে
যাচি কন্যা দিবে কেহ নাহিক ভুবনে।
মহা বনে প্রবেশ করিল জরৎকার
কন্যা কার আছে দেহ বলে তিন বার।
আছিল তথায় বাসুকির অনুচর
মুনির সন্দেষ কহিল বাসুকি গোচর।
এত শুনি বাসুকি যে আনন্দে অপার
ভগ্নী সহিত গেলা যথা জরৎকার।

মুনিবরে ফনিবর কৈল নিবেদন
আমার যে ভগ্নী মুনি করহ গ্রহন।

মুনি বলে ভগ্নী তোর কোন নাম ধরে
সত্য করি কহ মিথ্যা না ভাঁড়িহ মোরে।
মোর নামে ভগ্নী যদি হইবে তোহার
তবে সে করিব বিভা কৈল অঙ্গিকার।
বাসুকি বলিল নাম ধরে জরৎকারী
তোমার লাগিয়া জন্ম হইয়াছে সুন্দরী।
যত্নে রাখিয়াছি আমি তোমার কারণে
তোমার আজ্ঞায় আনিলাম এত দিনে।
এত বলি কন্যা দিয়া গেল ফনিবর
শুনি নাগ লোক হইল আনন্দ বিস্তর।

মহা ভারথের কথা সুধা হইতে সুধা
কর্ণ পথে কর পান যাউক তব ক্ষুধা।
বহু চিত্র কথা যত কাশী বিরচিত
অমর কিন্নর নর নাগের চরিত।

বিবিধ বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে
আত্ম বৃদ্ধি বংশ বৃদ্ধি পাপ বিমোচনে ।
সবাঞ্ছিত ফল হয় ইথে নাহি আন
হরি পদে চিত্ত হয় জন্মে দিব্য জ্ঞান ।
এই কথা শ্রবণে সকল পাপ নাশে
গীত ছন্দে তাহা বিরচিল কাশী দাসে ।

মুনিগণ বলে কহ ইহার কারণ
ভগ্নীকে দিলেক নাগ কোন প্রয়োজন ।
মুনি হেতু কি কারণে কন্যার উৎপত্তি
বিস্তারিয়া সব কথা কহ পুন সৌতি ।

সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগণে
বাসুকি দিবেন ভগ্নী যাহার কারণে ।
দক্ষের দুহিতা কদ্রু বিনতা সুন্দরী
স্বামী কশ্যপের দোঁহে বহু সেবা করি ।

তুষ্ট হইয়া বলে মুনি মাগ যেঁাহে বর
ইহা শুনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর।
সহস্রেক নাগ হইবে আমার নন্দন
এই মোর বাঞ্ছা আজ্ঞা কর তপোধন।
বিনতা মাগিল বর কস্যপের স্থানে
দুই গোটা পুত্র মোরে দেহ তপোবনে।
কদ্রু পুত্রে বলাধিক হইবে নন্দন
হাসিয়া কস্যপ বর দিল ততক্ষণ।
মুনির বরে দুই জনে হইল গর্ব্ভবতী
যেঁাহে আশ্বাসিয়া বনে গেল প্রজাপতি।

কত দিনে দুই জনে প্রসব হইল
সহস্রেক ডিম্ব কদ্রু দেবী প্রসবিল।
দুই ডিম্ব প্রসবিল বিনতা সুন্দরী
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণ পাত্রে ভরি।

পঞ্চ শত বৎসরে জন্মিব নাগগণ
মুনির বরে পাইল কদ্রু সহস্র নন্দন।
বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল
এক কালে দুই জনে ডিম্ব প্রসবিল।
সহস্রেক পুত্রের জননী কদ্রু হইল
কি হেতু না জানি মোর পুত্র না জন্মিল।
ভাবি তার এক ডিম্ব ভঙ্গিন করিল
লোহিত বর্ণ পুত্র তাহাতে জন্মিল।
অর্দ্ধাঙ্গি হীন হইল পক্ষের আকার
ক্রোধি করি জননীকে বলিল কুমার।
পর পুত্র দেখি হিংসা জন্মিল হৃদয়ে
অকালে ভাঙ্গিলা ডিম্ব পূর্ণ নাহি হয়।
অঙ্গহীন করি মোরে জন্মাইলা তুমি
তেকারণে জননী শাপিব তোরে আমি।

যেই ভগ্নী পুত্র দেখি হিংসা কৈল মনে
চির দিন সেব তার হইয়া দাসী পনে।
এই ডিম্বে আছে যেবা পুরুষ রতন
তাহা হইতে হইবেক তোমার মোচন।
মহা বীর্য্যবন্ত বির এই ডিম্বে আছে
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি পাড় পাছে।
আপনি হইবে ভঙ্গ সহস্র বৎসরে
এত বলি পুরোরি করিল জননীরে।

হেন মতে কত দিন দৈবের ঘটনে
কদ্রু আর বিনতা আচয়ে এক স্থানে।
ওচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর
সূর্য্যের কিরন নিন্দে তার কলেবর।
নানা রত্ন অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষণ
মহা বীর্য্য বন্ত অশ্ব পবন গমন।

সমুদ্র মন্থনে সেই অশ্বের উৎপত্তি
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিলা সৌতি প্রতি।
সমুদ্র মথন হইল কিসের কারণ।
কহ শুনি বিস্তারিয়া সূতের নন্দন

সূত বলে অবধান শুন মুনিগণ।
যেই হেতু হইল পূর্ব্বে সমুদ্র মথন।
ব্রহ্মারে কহিল পূর্ব্বে দেব বিশ্বেশ্বর
দেবাসুরগণ লইয়া মথহ সাগর।
অমৃত উৎপত্তি হইবে সাগর মথনে
দেবগণ অমর হইবে সুধা পানে।
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী ভিতরে
মন্দার লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে।
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ
মন্দার পর্ব্বত যথা করিল গমন।

অতিশয় গিরিবর পরশে গগন
ঊর্দ্ধে উঠ একাদশ সহস্র যোজন।
ওপড়িতে বহু শক্তি কৈল দেবগণে
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে।
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীবীর
ওপড়িয়া ভুজ বলে আনিল মন্দার।
দেবগণ সহ গেল সমুদ্রের তীরে
বরুণে বলিল তুমি ধরহ মন্দারে।
বরুণ বলিল গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি ধরিতে নারিব মহা ভার।
মন্দার ধরিতে এক আছয়ে ওপায়
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতি মহা কায়।

এত শুনি দেবগণ কূর্ম্মে স্তুতি কৈল
মন্দার ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গিকার কৈল।

কূর্ম্ম পৃষ্ঠে গিরিবর করিয়া স্থাপন
বাসুকি নাগের দড়ি কৈল নিযোজন।
পুচ্ছেতে ধরিল দেব মুখে দৈত্যগণ
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন।
গিরি ঘরষণে নাগ ছাড়িল নিশ্বাস
ধূম উপজিল তাহে ব্যপিল আকাশ।
সেই ধূমে হইল যত মেঘের জনম
বৃষ্টি করি সুরগণের ঘুচাইল শ্রম।
ত্রিভুবনে হইল কম্প সর্পের গর্জ্জনে
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে।
মন্দারের আন্দোলে বহুল কম্পবান
জলের নিবাসী সব তেজিল পরাণ।
পর্ব্বতের বৃক্ষ সব মূল ঘরিষণে
পর্ব্বতে নিবাসী পোড়ে তাহার আগুনে।

দেখিয়া করিল দয়া দেব পুরন্দর
আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ব্বত উপর।
নিবর্ত্ত হইল অগ্নি জল বরিষনে
ঔষধের বৃক্ষ যত হইল দরিষনে।
যাহাতে যতেক রস সমুদ্রে পড়িল
সেই রস পরশিলে জলচর তরিল।
হেন মতে দেব দৈত্য সমুদ্র মথিল
অনেক হইল শুভ্র অমৃত নহিল।
ব্রহ্মারে কহিল তবে সব দেবগণ
তোমার আজ্ঞায় কৈল সমুদ্র মথন।
অমৃত নহিল হৈল পরিশ্রম সার
পুন মথিবারে শক্তি নাহি সভাকার।
এত শুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে
অশক্ত হইল সভে সমুদ্র মথনে।

তোমা বিনু সিন্ধু মথে কাহার শকতি
এত শুনি অঙ্গিকার করিলা শ্রীপতি।
সব দেবগণ তবে বিষ্ণুতেজ পাইয়া
পুনরপি সিন্ধুমথে মন্দার বিরিয়া।
হেন মতে দেবাসুর মথন করিতে
দ্বিজ রাজে জনম হইল আচম্বিতে।
সুধা ষোড়শ কলা নাম ধরে শোম
দুই লক্ষ যোজনেতে স্থিতি কৈল ব্যোম।
দরশনে অমিত জনের হৈল তৃপ্তি
পঞ্চাশ কোটি যোজন ব্রহ্মাণ্ড কৈল দীপ্তি
দেখিয়া হরিষ হৈল সুরাসুর নর
পুনরপি মথে সিন্ধু বিরিয়া মন্দার।
তবেত হইল হস্তী নাম ঐরাবত
শ্বেত অঙ্গ চতুর্দন্ত আকার পর্ব্বত।

মনি রাজ জন্মিল হয় উচ্চৈঃশ্রবা
পারিজাত বৃক্ষ পুষ্প সুরপুরী শোভা।
অমৃতের কমুণ্ডল লইয়া বা কাঁধে
ধন্নন্তুরি উঠিলেন সুরাসুর দেখে।
রত্নগান উপজিল দেখে দেবগান
আনন্দেতে পুন সিন্ধু করয়ে মথন।

মন্দারের আন্দোল ক্ষিরোদ সিন্ধু মাঝে
না পারিল সহিতে বরুন মহারাজ।
পাত্র মন্ত্রীগান লইয়া করিল বিচার
কি মতে মথন হবে কহত নিস্তার।
মিত্র বলে উপায় শুনহ মোর বানী
শরন লইতে চল দেব চক্রপানি।
পদ্ম বনে যেই কন্যা হইয়াছে উৎপত্তি
তাহা দিয়া পুজা কর দেব জগৎপতি।
উ

পূর্ব্বে নাম ছিল তার লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া
মুনি শাপভ্রষ্ট হইয়া জন্মিল আসিয়া।
শুনি শীঘ্র জল রাজ বিলম্ব না কৈল
দিব্য রত্নগনে চতুর্দ্দোল বানাইল।
আপনে লইল স্কন্ধে সপুত্র সহিতে
নারীগন চামর ঢুলায় চারি ভিতে।
সহস্র ফনায় ছত্র শিরে ধরে শেষ
বাহির হইলা সিন্ধু হইতে জলেশ।
রূপেতে হইল আল এ তিন ভুবনে
মলিন হইল সূর্য্য আদি জ্যোতিগনে।
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কমলতা
কমল বরন চক্ষু কমলের পাতা।
দ্বিভুজা কমল দন্ত চড়ি চতুর্দ্দোলে
কর কমলেতে বীজ যুগল কমলে।

যুগল কমল পদ কমল আসন
বিদ্যুত বরণী নানা রতনে ভূষণ ।
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ
দরশনে সভাকার হইল উল্লাষ
জীবাত্মা বিহনে যেন হয় মৃত তনু
তদ্বৎ ত্রৈলোক্য আছিল লক্ষ্মী বিনু ।
দুন্দুভি শবদে নৃত্য করে বরাঙ্গিনা
ত্রৈলোক্যতে জয়২ হইল ঘোষনা ।
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যত অমর মণ্ডল
কর যোড়ে প্রনামি পড়িল ভূমি তল ।
চতুর্দ্দিগে স্তুতি করে দেব ঋষিগন
ওত্তরিলা সন্নিকটে দেব নারায়ন ।
প্রনমিয়া বরুন পড়িল কত দুরে
আজ্ঞা পাইয়া ওঠি ডাড়াইল যোড় করে ।

কৃতাঞ্জুলি নম্রকায় গদ২ ভাষে
স্তুতি করে নারায়ণে অশেষ বিশেষে।
তুমি শূন্য তুমি স্থূল তুমি সর্ব্ব রূপি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি জগৎব্যাপি।
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু বীরাবীর.
আকাশ পাতল তুমি দেব নাগবর।
তোমার সৃষ্টিতে দেব এ তিন ভুবন
স্থানে২ সকলেতে তোমা নিযোজন।
ইন্দ্রে স্বর্গ মমে দিলা সঞ্জমনিপুর
কুবেরে কৈলাস দিলা বীনের ঠাকুর।
জল মধ্যে আমারে রহিতে দিলা স্থিতি
তব আজ্ঞায় চিরকাল করিয়ে বসতি।
কোন দোষে দুষী নহি নাহি পাপ বেদে
তবে কেন আমি এত পড়িনাম প্রমাদে।

দ্বিতীয় সুমেরু সম মন্দার পর্ব্বত
মোর পুর মধ্যেতে মথিল অনবরত।
পঞ্চাশ কোটী যোজন পৃথিবী বিস্তর
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে রহে যার।
অনবরত যেই মূল যন্ত্র সেই শেষ
সুরাসুর ত্রৈলোক্যে দুর্ঘন বিশেষ।
জীব জন্তু যতেক আছিল যত জন
এক গোটি না রহিল লইয়া জীবন।
ভাঙ্গিল আমার পুর হইল লণ্ডভণ্ড
না জানি কাহার দোষে মোরে হইল দণ্ড।
এত কাল দিয়াছিলা সিন্ধু জল মাঝ
কোথায় রহিব আজ্ঞা দেহ দেবরাজ।

এতেক করুনা যদি করিল বরুন
শুনিয়া করুনাময় হইলা সকরুন।

আশ্বাসি বলেন হরি শুন জলেশ্বর
না করিও চিন্তা কিছু না করিও ডর।
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি নিজ স্থল
তিন পুর তেজি প্রবেশিল সিন্ধু জল।
লক্ষ্মী হত হইয়া কষ্ট পাইল সর্ব্ব জন
সমুদ্র মথিল সভে তথির কারণ।
লক্ষ্মী যদি হইল এবে মথনে কি কায
বিশেষ তোমার ক্লেশ হইল দ্বিজ রাজ।

এত বলি মথন করিল নিবারণ
শুনি হৃষ্ট হইলা বরুন ততক্ষণ।
সর্ব্ব রত্ন সার যেই ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভ
গোবিন্দের গলে মনি দিলেন কৌস্তুভ।
চন্দ্র সূর্য্য প্রভা জিনি যাহার কিরণে
নারায়ন বক্ষে মনি হইল শোভনে।

লক্ষ্মী দিয়া পুনমিয়া গেলেন জলেশ
যখন নিবারি চলি গেলে হৃষীকেশ ।

মহা ভারতের কথা অমৃত লহরি
কাশী কহে শুনিলে তরিয়ে ভববারি ।

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর
সভে সিন্ধু মথিল না জানে যাঁর হর ।
দেখিয়া নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত
কৈলাসে হরের ঘরে হইলা উপনিত ।
প্রণমিয়া শিব দুর্গা দোঁহার চরন
আশীস করিয়া দেবী দিলেন আসন ।

নারদ বলে আসিয়াছিলাম সুরপুরে
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে ।
বিষ্ণু পাইল কমলা কৌস্তুভ আদি মনি
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজ নিধি ।

নানা রত্ন লোক পাইল মেঘে পাইল জল
অমৃত অমরবৃন্দ কল্পতরু বর।
নানা বীজু মহৌষধি পাইল নর লোক
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বড় শোক।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যেমেন যত জনে
সভে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে।
তেকারণে তত্ত্ব লইতে আইলাম এথা
সভার ঈশ্বর তুমি বিধাতার বীতা।
তোমারে না দিয়া ভাগ সভে বাঁটি লৈল
এই হেতু মোর অঙ্গে ধৈর্য্য না হইল।

এতেক নারদ মুনি বলিল বচন
শুনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন।
দেখি ক্রোধে সকম্পিতা কহে ত্রিলোচনা
নারদেরে কহে হরে করিয়া ভর্ত্সনা।

কাহারে এতেক বাক্য বল মুনিবর
বৃক্ষেরে বলিলে যেন না পায় উত্তর।
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার
কৌস্তুভাদি মনি রত্নে কি কায তাঁহার।
কি কায চন্দনে তার বিভূষণ ধূলি
অমৃতে কি কায তার ভস্ম সিদ্ধি গুলি।
মাতঙ্গে কি কায তার বলদ বাহন
পারিজাতে কি কায যার ধুতুরা ভরণ।
সকল চিন্তিয়া মোর অঙ্গ জর জর
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর।
জানিয়া ওহারে দক্ষ পূজা না করিল
সেই অভিমানে আমি শরীর তেজিল।
দেবীর বাক্য শুনি হাসি বলে ভগবান
যে বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন।

বাহন ভূষণে কি তাহার প্রয়োজন
আমি লই যেই তাহা না লয়ে অন্য জন।
ভক্তিতে করিয়া সব আগিলেন দাস
অম্লান অম্বর পাটাম্বর দিব্য বাস।
ঘৃণা করি ব্যাঘ্র চর্ম্ম কেহ না লইল
সেই মোর বাঘাম্বর পরিতে রহিল।
অগুরু চন্দন নিল কুঙ্কুম কস্তুরি
বিভূতি না লয় সেই বিভূষণ হরি।
মণি রত্ন হার নৈল মুকুতা প্রবাল
কেহ না লইল সেই আছে হাড় মাল।
ধুতুরা কুশুম নাহি লয় কোন জন।
তেঞি অঙ্গে ধুতুরা করিল বিভূষন।
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ
কেহ নাহি লয় সেই আছয়ে বলদ।

পুথমেতে দক্ষ মোরে জানি না পুজিল
অজ্ঞানে তিমির দক্ষ মোহিত হইল।
তেঞিও মোরে না জানিয়া পুজা না করিল
তার সমোচিত দণ্ড সেই ক্ষণে পাইল।
পশুর সদৃশ হইল ছাগালের মুণ্ড
মূত্র পুরীষেতে পূর্ণ হৈল যজ্ঞকুণ্ড।
বৃহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুন তপন
মোরে না পুজিয়া দেবী আছে কোন জন।

দেবী বলে দ্বারা পুত্রি গৃহী যেই জন
তাহারে না হয় যুক্তি এ সব কারন।
বিভুতি বৈভব বিদ্যা সঞ্চয়ে যতনে
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন জনে।
সংসারেতে যে জন বৈমুখ এ সকলে
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র তুমি যে যত পূজিত
সাক্ষাতেই সে সকল হইল বিদিত।
রত্নাকর যথিয়া নিলেক রত্নগণ
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন।
পার্ব্বতীর এত বাক্য শুনিয়া শঙ্কর
ক্রোধে অবস অঙ্গ কাঁপে থর থর।
কাশীরাম কহে কাশী পতি ক্রোধে মুখে
বৃষভ সাজিতে আজ্ঞা করিল নন্দিকে।

পার্ব্বতী কহিলা ভাষ শুনি ক্রোধে দিগবাস
আঁটিয়া পরিল বাঘ বাস
বাসুকি নাগের দড়ি কাঁকালে বন্ধিল ভিড়ি
করে তুলি নিল মৃগপাশ।
কপালেতে শশি কলা কণ্ঠেতে কপোল মালা
কর যুগে কঙ্কণ কঙ্কন

ভানু বৃহদ্ভানু শশি ত্রিবিধ প্রকার ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয় কিরণ।
যেন গিরি হেমকুটে আকাশে লহরি ওঠে
বেগে গঙ্গা মধ্যে জটা জুটে
রতন মনির আভা কোটি চন্দ্র মুখ শোভা
ফনি মনি বেড়াযে মকুটে।
গলে দিল হার সাপ টঙ্কারি পিনাক চাপ
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ লইল কর
সাজিল শিবের সেনা যক্ষ রক্ষ অগননা
প্রেত ভূত ভূচর খেচর।
আগে বীর যত দানা কান্ধেতে ত্রিশির বানা
মুখ রব মহা কোলাহলে
ডম্বুরের ডিমডিমি আকাশ পাতাল ভূমি
কম্প হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।

বৃষভ সাজিয়া বেগে  আনি নন্দি দিল আগে
নানা রত্নে করিয়া ভূষণ
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ  যেমুন কদলি পাত
অতি শীঘ্র কৈল আরোহন।
আগু দলে সেনাপতি  ময়ুর বাহন গতি
শক্তি করে করি ষড়ানন
গনেশ চড়িয়া মুষ  করে ধরি পাশাঙ্কুশ
দক্ষিন ভাগেতে ক্রোধ মন।
বামে নন্দি মহা কাল  করে শূল সাল তাল
পাছে যক্ষ ভৃঙ্গী তিন পাদ
চলিলেন দেবরাজ  দেখিয়া শিবের সাজ
তিন লোক গনিল প্রমাদ।
ক্ষেনেকে ক্ষিরোদ কুলে  ওত্তরিল মহনলে
যথা সিন্ধু মথয়ে সুরাসুর

কহে কাশীদাস দেবে শীঘ্র গতিতর সহে
প্রনয়য়ে দেখিয়া ঠাকুর।

কর যোড়ে ডাঁড়াইল সব দেবগনে
শিব বলে মথ শিন্ধু রহাইলে কেনে।
ইন্দ্র বলে যখন হইল দেব শেষ
নিবারিয়া আপনে গেলন হৃষীকেশ।
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর
দ্বিতিয়ে ইন্দ্রের বাক্যে কম্প কলেবর।
শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সভাকার
আমারে হেলন কর করি অহঙ্কার।
রত্নাকর মথি রত্ন নিলা সভে বাঁটি
কেহ চিন্তি না করিলা আছয়ে ধূর্জ্জটী।
যে করিলা তাহা কিছু নাহি করি মনে
আমি মথিবারে বলি করহ হেলনে।

এতেক বলিলা যদি দেব মহেশ্বর
ভয়েতে উত্তর কেহ না কৈল অমর।
নিশব্দে রহিলা যত দেবের সমাজ
কর যোড়ে বলয়ে কসাপ মুনি রাজ।
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত
কহিব ক্ষীরোদ সিন্ধু মথন বৃত্তান্ত।
পারিজাত মাল্য দুর্ব্বাসার গলে ছিল
স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্র গলে দিল।
গজ রাজ আরোহনে ছিলা পুরন্দর
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর।
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষন মদে মত্ত
পশু জাতি নাহি জানে মালা মুনি দত্ত।
শুণ্ডে ধড়াইয়া ফেলাইল ভূমিতলে
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে।

অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অপজ্ঞা করিল
মোর দত্ত পদ্ম রাজ ছিণ্ডিয়া ফেলিল।
সম্পদে হইয়া মত্ত গর্ব্ব কৈল মোরে
দিল শাপ হওক লক্ষ্মী হত পুরন্দরে।
ব্রহ্মশাপে লোক যাত্রা প্রবেশিল জলে
লক্ষ্মী বিনে কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ন কৈল।
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর
শেষ মথনের দড়ি মথিল মন্দার।
অনেক উৎপাত হৈল বাসুকির পুরে
লক্ষ্মী দিয়া স্তব আসি কৈল বিশ্বেশ্বরে।
নিবারি মথন সিন্ধু গেলা নারায়ন
পুন তুমি আজ্ঞা কর মথন কারন।

বিষ্ণু বলে বল বলি আছিল অমর
এবে বিষ্ণু বিনে আর ভুমে কলেবর।
দ্বিতীয়ে যখন দড়ি নাগ রাজ শেষ
মাথ্যাতে আনলে তার দেখ দেব ক্লেশ।
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চুর
সহশ্র মুখেতে লাল বহিছে প্রচুর।
বন্ধনের যত কষ্ঠ না হয় গনন
আজ্ঞা না হওক দেব মথন কারন।

শিব বলে আমা হেতু মথ এক বার
আসিবার অকারন না হওক আমার।
মহেশ্বর বাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে
পুনরপি মথন ধরিল সুরাসুরে।
শুয়েতে অশক্ত কলেবর সবর্ব জনা
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কনা।

অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল
সহস্র মুখের পথে গরল বহিল।
সিন্ধুর ঘর্ষণে অগ্নি সর্পের গরল
দেবের নিশ্বাস অগ্নি যন্দার অনল।
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল
সমুদ্র হইতে আচম্বিতে বাহির আইল।
প্রাতে হৈতে দিনকর তেজ যেন বাড়ে
দাবর্বানল তেজে যেন শুষ্ক বন পোড়ে।
যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সমুদ্র সকল।
দহিল সভার অঙ্গ বিষের জ্বলনে
রহিতে না পারে ভঙ্গ দিল সর্ব্ব জনে।
পলায় সহস্র চক্ষু কুবের বরুণে
অষ্ট বসু নবগ্রহ অশ্বিনিকুমারে।

অসুর রাক্ষস যক্ষ যত ছিল আর
সভাই হইলা যেন মহা চমৎকার।
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন
বিসন্ন বদনে চাহে দেব ত্রিলোচন।
দূরেতে থাকিয়া দেবগণে করে স্তুতি
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি।
তোমা বিনে রক্ষাইতে নাহি দেখি আন
সংসার হইল নষ্ট তোমা বিদ্যমান।
নাথ রাখ বিশ্বনাথ বিলম্ব না সহে
ক্ষেনেক হইলে আর হইবে প্রলয়ে।
দেবের বিসাদ দেখি কাকুতি স্তবন
বিষেতে দহয়ে সৃষ্টি দেখি ত্রিলোচন।
বিশেষে চিন্তিল পূর্ব্বে কৈল অঙ্গিকার
এবার মথনে সিন্ধু রত্ন যে আমার।

আপন অস্তিত্ব তাত সৃষ্টি কর নাশ
হৃদয়ে চিন্তিয়া আগু হৈল কীর্ত্তিবাস।
সমুদ্র জিনিয়া বিষ আকাশ পরশে
আকর্ষন করি হর লইলে গণ্ডুষে।
দূরে থাকি সুরাসুর দেখয়ে কৌতুক
করিলা গরল পান একই চুমুক।
অঙ্গিকৃত পালন মহিমা দেখাবারে
কণ্ঠেতে রাখিলা বিষ না লয় উদরে।
নীল বর্ণ কণ্ঠ আভা পীয়ে বিশ্বনাথ
নীলকণ্ঠ নাম সেই হৈতে হৈল খ্যাত।
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন
কৃতাঞ্জলি করি হরে করয়ে স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বিনের ঈশ্বর
যম সূর্য্য বায়ু শোম তুমি বৈশ্যানর।

তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অদ্রি পর্ব্বত সমুদ্র।
যোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ তপ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তিন রূপ।
কৃপায় করিলে তুমি মহা যে প্রলয়
কি করিব আজ্ঞা এবে দেহ মৃত্যুঞ্জয়।

এত শুনি আজ্ঞা দিল দেব মহেশ্বরে
রাখি নিয়া যথা স্থানে আছিল মন্দারে।
বৃত্ত হইল যখন নাহি আর কায
অনেক পাইলা কষ্ট দেবের সমাজ।
এত শুনি আনন্দিত হৈলা দেবগণ
মন্দার লইতে সভে করিল যতন।
অমরতে ত্রিশ কোটি অসুর যতেক
মন্দার তুলিতে যত্ন করিল অনেক।

যাঁর শক্তি নহিল তুলিতে গিরিবর
তুলিয়া লইল গিরি শেষ বিষধর।
যথা স্থানে মন্দার থুইল লৈয়া শেষ
নিবারিয়া সভে গেল যার যেই দেশ।

কাশীরাম দাস কহে করিয়া মিনতি
অনুক্ষণে নীলকণ্ঠ পদে রহুক মতি।

মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন
শুনিলাম যতন কথা অদ্ভুত কথন।
অমর অসুর মিলি সমুদ্র মথিল
দেব সব যৈল যত রত্ন উপজিল।
রত্নের বিভাগ কিছু পাইল কি অসুর
কহ শুনি সূত পুণ্য শ্রবণে মধুর।

সৌতি বলে দৈত্যগণ একত্র হইয়া
দেবগণ হৈতে সুধা লইল কাড়িয়া।
সভে পরিশ্রম কৈল ক্ষীরোদ মথনে
যে কিছু হইল সব লৈল দেবগণে।
ঐরাবত হস্তী লৈল বাজি উচ্চৈঃশ্রবা
লক্ষ্মী কৌস্তুভাদি মণি শঙ্খ চন্দ্র আভা।
সকল হইল যেন শিশুগণ ভাগ্যি
অমর বিভাগ পাছে হয় সুধা হাণ্ডি।
এত বলি আকিয়া লইল ততক্ষণ
দেব দৈত্য কলহ হইল যতক্ষণ।
মধ্যস্থ হইয়া হর কলহ ভাঙ্গিল
দেব দৈত্য প্রতি শুলি আঙ্কিয়া কহিল।
অকারণে দ্বন্দ্ব সভে কর কি কারণ
সভার অস্তিত সুধা লহ সর্ব্ব জন॥

শিবের বচনে দ্বন্দ্ব নিবর্ত্ত হইল
কে বাঁটিয়া দিবে সুধা বলিয়া লইল।
হেন কালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ
ধিরেং গতি করি গেলা সেই দেশ।
রূপেতে করিল আলো চতুর্দ্দশ পুর
সুবর্ণ রচিত দুই চরণে নূপুর।
কোকনদ জিনি পদ
তুল্য নহে ইতি
যে চরণে জন্মিলেন
গঙ্গা ভাগীরথী
যার গন্ধে মকরন্দে
তেজি অলিবৃন্দ।
লাক্ষেং অলি ডাকি
পইয়া মধু গন্ধ

যুগ্ম উরু রম্ভাতরু
চারু করি হাত;
লোক যাত্রা রথে যথা
যায়া মৃগনাথ।
নাভি পদ্ম জিনি পদ্ম
অপূর্ব্ব নির্ম্মান
কুচ যুগ ভরা বুক
বিল্বের প্রমান
ভুজ সম ভুজঙ্গম
মৃনাল জিনিয়া
সুরাসুর মূর্চ্ছা তরা
যাহারে হেরিয়া
পদ্ম বর জিনি কর
চম্পক অঙ্গুলি

নখবৃন্দ জিনি ইন্দু
প্রভা গুণশালী
কোটি কাম জিনি ধাম
বদন পঙ্কজ
মনোহর ওষ্ঠাধর
গরুড় অগ্রজ।
নাশা তিল জিনি ফুল
শুক চঞ্চু জিনি।
মৃগ চক্ষু জিনি মৃগী
শোভা পদ্ম জিনি
পুষ্প চাপ হরে দাপ
ভ্রূর ভঙ্গিম
ভালে প্রীত দিননাথ
দিতে নহে সীমা

পীত বাস করে হাস
স্থির সৌদামিনী।
দন্তচারু শোভা করে
দাড়িম্বেরে জিনি।
দীর্ঘ কেশে পৃষ্ঠ দেশে
বেনি অনুপাম
আচম্বিত ওপনিত
সভা বিদ্যমান।
দৃষ্ট মাত্রে সর্ব্ব গাত্রে
কামাগ্নি দহিল।
সুরাসুর তিন পুর
চলিয়া পড়িল।
সভে মূর্চ্ছা গত হৈল দেখিয়া মোহিনী
কতক্ষনে চেতন পাইল শূলপানী।

চেতন পাইয়া হর এক দৃষ্টে চায়
দুই ভুজ পুসারিয়া ধরিবারে যায়।
কন্যা বলে যোগী তোর কেমন পুকৃতি
ঘরাইয়া আইস বুড়া হইয়া জন্নমতি।
এত বলি নারায়ন যায় শীঘ্রগতি
পাছে পাছে ধাইয়া চলিল পশুপতি।
হর বলে হরিনাক্ষি মুহুর্ত্তেকে রহ
ডাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ।
কে তুমি কোথায় থাক কাহার নন্দিনী
কোন হেতু আইলা তুমি কহ সত্য বানী।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী
তব পদ নখে নিন্দে সভাকর জ্যোতি।
দুর্গা লক্ষ্মী সরশ্বতী শচী অরুন্ধুতী
ঔর্ব্বসী মেনকা রম্ভা তিলোত্তম রতি।

নাগিনী মানুষী দেবী ত্রৈলোক্য বাসিনী
সভে মোরে জানে আমি সভাকারে জানি।
ব্রহ্মাণ্ডে আছ কভু নাহি শুনি দেখি
কোথা হইতে আইলা সত্য কহ শশি মুখি।

কন্যা বলে বুড়া তোর মুখে নাহি লাজ
তোরে পরিচয় দিতে আমার কি কায।
তৈল বিনা বিভূতি মাথায় জটা ভার
তাম্বুল বিনা দন্ত মুটিক আকার।
বসন না মিলে পরিধান ব্যাঘ্র ছড়ি
দীঘল করের নখ পাকা গোপ দাড়ি
অঙ্গের দুর্গন্ধেতে মুখেতে ওঠে বন্ত
না জানি আছে কি না মুখে তোর দন্ত।
মোর অঙ্গ গন্ধ দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত
অঙ্গের জটাতে দেখ ত্রৈলোক্য দীপ্তিত।

কোন লাজে চাহ মোরে করিতে সম্ভাষ
কেমন সাহস করি আইস মোর পাশ।

হর বলে হরি মধ্যে কেন দেহ তাপ
মোর সহ কভু তোর নাহিক আলাপ।
ত্রৈলোকের মধ্যে যত আছে মহা প্রাণী
সভার ঈশ্বর আমি জান বরাননী।
ব্রহ্মার পঞ্চম শির নখে ছেদি দিল
ব্রহ্ম কাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল।
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাসন।
সব লোক পালে মোরে করে আরাধন।
জ্ঞান যোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয়
ইশদ নয়নানলে কাম কৈল ময়।
মহা মায়া বলি যারে ত্রৈলোক্য মোহিনী
বিষ্ণু অংশ জান গঙ্গা ত্রিপথ গামিনী।

দাসী হৈয়া সেবে মোরে চরন অম্বুজ
মন রথ লভে যেই মোর পায় ভজে।
ভোজ মান মনোরমা করহ সম্ভাষ
আমারে ভজিলে হবে সিদ্ধি অভিলাস।

কন্যা বলে যোগী তোরে জানিল এক্ষনে
তোমারে মহেশ প্রায় বলে সর্ব্ব জনে।
ব্যর্থ জপ তপ তোর ব্যর্থ যোগ জ্ঞান
ব্যর্থ তোর পঞ্চ মুখ রামনাম গান।
ব্যর্থ জটা ভস্ম মাখ ব্যর্থ তুমি যোগী
ভণ্ডনা করিয়া লোকে করাহ বৈরগী।
কামিনী দেখিয়া এত হইলে বিভোল
কাম দগ্ধ কৈলে কোন লাজে বল বোল।

হর বলে মনোহরা কর অবধান
তব অঙ্গ দেখি মোর হরিল জ্ঞান।

এক কাম দেব আমি করিল দাহনে
কোটি কাম জ্বলিতেছে তব চক্ষু কোণে।
তপ জপ যোগ জ্ঞান নিবর্ত্ত বৈরাগ্য
এ সকল কর্ম্মে যদি হয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য।
এই পুণ্য হয় তুমি করহ পরশ
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়া হরষ।
যতেক করিল তপ জপ রামনাম
জটা ভস্ম দিগবাস শ্মশানের ধাম।
তার সমোচিত ফল মিলাইল বিধি
এত কালে পাইলাম তোমা হেন নিধি।
সবর্ব কর্ম্ম সমর্পিল তোমার চরণে
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে।
হর বাক্য শুনি হাসি বলে হয়গ্রীব
অপ্রাপ্তি দ্রব্যেরে কেন বাঞ্ছা কর শিব।

সর্ব্ব কর্ম্ম তেজিবারে পারে যেই জন
বৈভব বান্ধব ত্যজি মোরে এক মন।
কায় মন বাক্যে আমা বিনে নাহি জানে
সে জনারে যাচি আমি দিব আলিঙ্গনে।
শিব বলে কন্যা মোর সত্য অঙ্গিকার
আজি হৈতে তোমা বিনু না ভজিব আর।
তেজিলাম সর্ব্ব কর্ম্ম ভার্য্যা পুত্রগণ
সেবিব তোমার পায় দেহ আলিঙ্গন।
হরি বলে কত মোরে করহ ভণ্ডন
কে মতে তেজিবা তুমি ভার্য্যা পুত্রগণ।
এক ভার্য্যা রাখিয়াছ জটার ভিতর
আর ভার্য্যা করিয়াছ অর্দ্ধ কলেবর।
হর বলে হরিমর্দ্দ্য কেনে হেন কহ
তেজিয়া কপট মোরে কর অনুগ্রহ।

কি ছার সে নারী পুত্র নাম লহ তার
শত২ গঙ্গা দুর্গা নিজনি তোমার।
দাসী হৈয়া সেবিবেক আমি হৈব দাস
কৃপা করি বরাননী পুর অভিলাস।
যদি তুমি নিশ্চয়ে না দিবে আলিঙ্গন
তোমার ওদারে বধি দিব এইক্ষন।
লিওটিয়া মোর পানে চাহ চারুমুখে
হের আমি ত্রিশূল মারিয়ে নিজ বুকে।
এত বলি ত্রিশূল লইল শূল পাণি
ওলটি হাসিয়া তবে বলে জগদ্ধাত্রী।
বুঝিলাম গঙ্গাদির তোমার জ্ঞান
কামে বস হইয়া চাহে তেজিবারে প্রাণ।
ধর্ম্ম হেতু তেজ দেহ চিত্ত কর স্থির
দিব আলিঙ্গন তুমি না তেজ শরীর।

নাহি জান বিশ্বনাথ আমার হৃদয়
ভকত জনেরে আমি করিয়ে অভয়।
যাহার যেমন কাম মাগে মোর স্থানে
দিয়ে তারে অবশ্য না হয় কভু আনে।
বিশেষে পূর্ব্বেতে মোরে মাগিয়াছ তুমি
অর্দ্ধ অঙ্গ দিব অঙ্গিকার কৈল আমি।

এত বলি আলিঙ্গন যাচে জগন্নাথ
আইস বলিয়া বিস্তারিলা দুই হাত।
আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক
অর্দ্ধ ভস্মভূষা হইল কস্তুরি অর্দ্ধেক।
অর্দ্ধ জটা জুট অর্দ্ধ চিকুর চাঁচর
অর্দ্ধেক কিরিটী অর্দ্ধ ফনি ডণ্ডধর।
কস্তুরি তিলক অর্দ্ধ অর্দ্ধ শশি কলা
অর্দ্ধ গলে হাড় মাল অর্দ্ধে বন মালা।

মকর কুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডলী কুণ্ডল
শ্রীবৎস লাঞ্ছন অর্দ্ধ শোভিত গরল।
অর্দ্ধ মণিরত্ন অর্দ্ধ ভস্ম কলেবর
অর্দ্ধ বাঘাম্বর অর্দ্ধ কটি পীতাম্বর।
এক পদে ফনি একে কনক নূপুর
শঙ্খ চক্র করে শোভে ত্রিশূল ডমুর।
এক ভীতে দুর্গা এক ভীতে লক্ষ্মী সাজে
কাশীদাস স্মরন সে চরন সরজে।

সৌতি বলে অবধান শুন মুনিগন
কহিনু অপূর্ব্ব হর হরির মিলন।
দেবগন আয়ু হেতু দেব ভগবান
পুন সেই রূপে আইলা সভা বিদ্যমান।
এথা সুরাসুর সভে পাইয়া চেতন
কোথা কন্যা কোথা কন্যা করে অন্বেষন।

হেন কালে সেই স্থানে দেখে নারায়ন
এই২ বলিয়া ধাইল সবর্ব জন।
চতুর্দ্দিগ হইতে ধাইল সুরাসুর
কন্যারে বেড়িল সভে করি লক্ষ পুর।
চিত্রের পুথলি প্রায় চাহে সবর্ব জন
ততক্ষনে নারায়ন বলিলা বচন।

এই ক্ষীর সিন্ধু মধ্যে আমার বসতি
মোহিনী আমার নাম অযোনি উৎপত্তি।
সহিতে নারিনু অনেক্ষন কলরব
কোন হেতু কলহ করহ তুমি সব।
এত শুনি কহিতে লাগিল সবর্ব জন
অসুর অমর দ্বন্দ্ব অমৃত কারন।
ভাল হৈল তোমা সহ হইল মিলন
আপনে থাকিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারন।

বাঁটি দেহ সুধা দন্দ্ব হওক সমাধান
তুমি যে করিবা তাহা না করিব আন।
কন্যা বলে এত দন্দ্বে আমার কি কায
কভু না মধ্যস্থ হব সুরাসুর মাঝ।
আমার বিধান যদি নাহি লয় মনে
সভে ক্রোধ করিলে কি করিব তখনে।
তাহা শুনি ডাকি তবে বলে সর্ব্ব জন
সত্য কৈল না লঙ্ঘিব তোমার বচন।
এতেক সভার সত্যে শুনি দৃঢ় বানী
কহিতে লাগিল তবে দেব চক্রপানি।
তোমা সভাকার বাক্য না করিব আন
আনি দেহ সুধা ভাণ্ড আমা বিদ্যমান।
দুই পঙ্‌ক্তি হইয়া বৈসহ সর্ব্ব জন
এক ভীতে দৈত্য এক ভীতে দেবগন।

মায়া করি বোলেতে মোহিৎ সর্ব্ব জন
সুধা ভাণ্ড আনিয়া দিলেক ততক্ষন।
দুই পঁক্তি বসিলা লইয়া পত্রাসন
কাঁখে সুধা ভাণ্ড করি করে পরিবেসন।
পুন বলে দেবতার হয় জ্যেষ্ঠ ভাগ
দেবে সুধা পরশিতে যুক্তি হয় আগে।
দৈত্যগণ বলে যেন মত তব যতি
শুনি ততক্ষনে তবে দেব লক্ষ্মিপতি।
ইন্দ্র যম কুবের আদিত্য হুতাসন
এই আদি করি ত্রিশ কোটী দেবগণ।
সভাকারে ক্রমে২ সুধা বাঁটি দিল
অবশেষ যতেক আপনি পান কৈল।
হেন কালে ডাকিয়া বলিল রবি শশি
হের দেখ রাহু দৈত্য সুধা খাইল আসি।

শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিল নারায়ণ
দুই খান করিয়া কাটিল ততক্ষণ।
তথাপিহ নাহি মৈল সুধা পান হেতু
মুণ্ড হৈল রাহু কলেবর হৈল কেতু।
দৈত্য মারি সুধা হাঁড়ি কৈল অন্তর্ধ্যান
দেখি ক্রোধে দৈত্যগণ হৈল ক্রোধমান।
মারহ অমরগণ বলিয়া উঠিল
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল।
নানা অস্ত্র শাস্ত্র সভে বরিষে প্রচুর
কে বর্ণিতে পারে যুদ্ধ হৈল সুরাসুর।
সুধা পানে বলবান যতেক অমর
মথনেতে দৈত্যগণ শূন্য কলেবর।
না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া গেল সর্ব্ব জন
আপন আলয় চলি গেলা দেবগণ।

ভারথের পুন্য কথা শুনে পুন্যবান
কাশী রাম কহে কলি ভব পরিত্রান।

সনকাদি মুনিগন সৌত্তিরে পুজিল
কদ্রু আর বিনতার কি প্রসঙ্গ হৈল।
সৌত্তি বলে দুই জন দেখি তুরঙ্গম
অতি সুলক্ষন অশ্ব বড় মনোরম।
কদ্রু বলে বিনতাকে দেখ অশ্ববর
কোন বর্ণ বীরে ঘোড়া পরম সুন্দর।
বিনতা কহিল ঘোড়া শ্বেত বর্ণ বীরে
তুমি কোন বর্ণ দেখ কহ দেখি মোরে।
কদ্রু বলে কৃষ্ণ বর্ণ হয় অশ্ববর
দুই জনে বোলাবলি হইল বিস্তর।
কদ্রু বলে বিনতা কন্দল কি কারন
দুই জনে আইসহ কিছু করি পন।

দাসী হইয়া থাকিবেক যেই জন হারে
নির্ণয় করিয়া দুহে গেলা নিজ ঘরে ।
অস্ত গেলা দিন যদি দৃষ্টি নাহি চলে
কালি আসি তুরঙ্গম দেখিব সকালে।
সহশ্রেক পুত্র কদ্রু আনিল ডাকিয়া
কহিল বৃত্তান্ত যত পুত্রে বসাইয়া ।
পুত্রগন বলে মাতা কি কর্ম্ম করিলে
শ্বেত বর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা খ্যাত ত্রিযগুলে ।
কদ্রু বলে অশ্ব যদি ধবল আকার
কৃষ্ণাঙ্গ যে মতে হয় কর প্রতিকার ।
বিনতার সহিত করিল আমি পন
হারিলে হইব দাসী না হয় খণ্ডন ।
এত সুনি নাগগন বিরস বদন
মায়ের চরনে তবে কৈল নিবেদন ।

যে যত জননী তুমি তেমত বিনতা
কপটেতে দিব দুঃখ ভাল নহে মাতা ॥
শুনিয়া কোপিল রুদ্র দিল শাপ বাণী
জন্মেজয় যজ্ঞে ভস্ম হবে সব ফনি ॥
রুদ্র শাপ দিল যদি আনন্দিত ধাতা
ইন্দ্র সহ আনন্দিত যতেক দেবতা ॥
বিষম দুর্জ্জয় ফনি লোকে হিংসা করে
আনন্দে কুসুম বৃষ্টি করে ইন্দ্রবরে ॥
বিশের জলনে লোক হয়েত বিনাশ
রক্ষা হেতু ব্রহ্মা মন্ত্র কৈল প্রকাশ ॥
দিব্য মন্ত্র গারুড়ি দিল কস্যপেরে
কস্যপ হইতে প্রচারিল মর্ত্য পুরে ॥

মহা ভারতের কথা অমৃত সমান
কাশী রাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

মায়ের বচনে শুনি নাগগনে ভয়
শীঘ্রগতি গেল যথা উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
তুরগের পুরে নাগ কর্জ্জল বরন
ঢাকিল পুচ্ছের বর্ন যত নাগগন।
নিশ্বাসেতে কৃষ্ণাঙ্গ হৈল উচ্চৈঃশ্রবা
লুকাইল পূর্ব্বের ধবল ইন্দু আভা।
তথায় বিনতা কদ্রু উঠিয়া প্রভাতে
ক্রোধ যুক্ত দোঁহে গেলা তুরগ দেখিতে।
পথে যাইতে সমুদ্র দেখিল দুই জনে
পর্ব্বত আকার তাহে জলচরগনে।
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন
কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস্য আদি জন্তুগন।
হেন মতে কৌতুক দেখিয়া দুই জনে
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিলা গমনে।

নিকটেতে গিয়া দোঁহে করে নিরক্ষন
কৃষ্ণ বর্ণ দেখি ঘোড়া অতি সুলক্ষন।
দেখিয়া বিনতা হৈল বিশন্ন বদন
ভাবে বুঝি অঙ্গিকার করে দাসী পন।

হেন মতে দাসী পনে আছেন বিনতা
মহা বীর গরুড়ের জন্ম হৈল তথা।
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে
দেখিতে দেখিতে কায় লাগিল বাড়িতে।
প্রাতে হৈতে যেন সূর্য্য ক্রমে তেজ বাড়ে
বনে অগ্নি দিলে যেন দশ দিগ বেড়ে।
কামরূপি বিহঙ্গিম মহা ভয়ঙ্কর
নিশ্বাসে ওড়িয়া যায় যতেক শিখর।
বিদ্যুত আকার অঙ্গ লোহিত লোচন
ক্ষনে মাত্র মুণ্ড গিয়া ছুইল গগন।

যুগান্তের অগ্নি যেন দেখে সর্ব্ব জনে
সুরাসুর কম্পবান হইল গর্জ্জনে ।
অগ্নি হেন জানি সভে করি যোড় কর
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর ।
অগ্নি বলে আমারে স্তুতি কর কেন
আপনা সম্বর বলি বলে দেবগণে ।
অগ্নি বলে আমি নহি বিনতা নন্দন
সকল জনের হীত হিং-সুক হিং-মন ।
না করিহ ভয় কেহ থাক মোর সঙ্গে
আনন্দিত হৈয়া সভে দেখহ বিহঙ্গে ।
এত শুনি দেবগণ অগ্নির বচন
যোড় হাত করি করে গরুড়ে স্তবন ।
ভীম রূপে তোমার দেখিতে ভয়ঙ্কর
সম্বরহ নিজ রূপ বিনতা কোঙর ।

তোমার তেজেতে চক্ষু মেলিবারে নারি
তোমার গর্জ্জনেতে লাগিল কর্ণে তালি।
কশ্যপের পুত্র তুমি হও দয়াবান
নিজ তেজ সম্বরহ কর পরিত্রাণ।
দেবগনের স্তবে তুষ্ট হৈলা খগেশ্বর
আশ্বাসিয়া সম্বরিল নিজ কলেবর।
তবে পক্ষ রাজ বীর অরুনে লইয়া
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া।
বিষম সূর্য্যের তেজ পোড়ে ত্রিভুবন
অরুনের আচ্ছাদনে হৈল নিবারন।

মুনিগন বলে কহ ইহার কারন
কোন হেতু ত্রিভুবন দহেত তপন।
সৌতি বলে যেই কালে অমৃত বাঁটিল
মায়া করি রাখি তথা অমৃত খাইল।

হেন কালে সূর্য্য বলে দেব নারায়ণে
চক্রেতে অসুর মুণ্ড করিল ছেদনে।
সূর্য্যের হইল পাপ তথির কারণে
সেই কোবে গেলে রাহু পাপ গ্রহ দিনে।
সূর্য্যের হইল ক্রোধি যত দেবগণে
ডাকিয়া বলিল আমি সভার কারণে ।
সভে দেখ কৌতুক মোরে করে গ্রাস
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ।
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন
এত চিন্তি মহা তেজ হইলা তপন।
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচরে
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ কৈল দিনকরে।
ব্রহ্মা বলে ভয় না করিহ দেবগণ
ইহার উপায় এক করিব রচন।

কস্যপের পুত্র হবে বিনতা উদরে
রবি তেজ নিবারিবে সেই মহা বীরে।
কত দিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্ব জনে
এত বলি প্রবোধ পাইল দেবগণে।

ভারথের পুন্য কথা পুন্যবান শুনে
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভনে।

অরুনে লইয়া কান্ধে বিনতা নন্দন
সূর্য্য রথে যত্ন করি করিল স্থাপন।
অশ্ব দড়ি কড়িয়ালি ধরি বাম হাতে
রহিলা অরুন সারথি হৈয়া রথে।
সূর্য্য রথে ভাইরে রাখিয়া পক্ষিরাজ
জননীর ঠাঞী গেলা ক্ষীর সিন্ধু মাঝ।
দুঃখিত জননী দেখি মলিন বদন
মায়ের নিকটে গিয়া করিল বন্দন।

পুত্র দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ
আশ্বাসিয়া গরুড়েরে কৈল আশীর্ব্বাদ।
হেন কালে কদ্রু বিনতারে ডাকি বলে
কান্ধে করি মোরে রম্য দ্বীপ লৈয়া চলে।
রম্যক দ্বিপেতে মোর পুত্রের আলয়
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না সয়।
কদ্রুরে করিল কান্ধে বিনতা সুন্দরী
নাগগণে গরুড় লইল কান্ধে করি।
নাগগণে কান্ধে করি গরুড় উড়িল
চক্ষের নিমিষে সূর্য্য মণ্ডলে চলিল।
সূর্য্যের কিরণে পোড়েযেত নাগগণ
নাগ মাতা দেখে পুত্র মরয়ে নন্দন।
পুত্র মরে নাগগণ নাহিক উপায়
আকুলেতে কদ্রু দেবী স্মরিরে দেব রায়।

ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি দেব শচিপতি
আমার কুমারগনে কর অব্যাহতি ।
বহু বিধি স্তুতি কদ্রু কৈল পুরন্দরে
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল ডাকি সব জলধরে ।
ততক্ষনে মেঘগন ঢাকিল আকাশ
জল বৃষ্টি করিয়া ভরিল দিগ পাশ ।
তবে খগপতি সব লৈয়া নাগগন
রম্যক দ্বীপেতে বীর গেলা ততক্ষন ।
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর ।
ফুল ফলে সুশোভিত চন্দনের বন
মলয় সুগন্ধি বায়ু বহে অনুক্ষন ।
আপনার আলয়ে বসিল নাগগন
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন ।

ওড়িবার যত শক্তি আছয়ে তোমার
চড়িয়া তোমার কান্ধে করিব বিহার।
আর এক দ্বীপে লইয়া চল খগেশ্বর
শুনিয়া গরুড় গেলা মায়ের গোচর।
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ
পুনরপি কান্ধে লইতে বলে নাগগণ।
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবকের তরে
কি হেতু এমন বোল বল বারে বারে।
এক বার কান্ধে কৈল তোমার আজ্ঞায়
পুনরপি বোলে দেহে সহনে না যায়।
বিনতা বলিল পুত্র দৈবের লিখনে
আমি তার দাসী তুমি দাসীর নন্দনে।
গরুড় বলিল মাতা কহ বিবরণ
তুমি তার দাসী হৈলা কিসের কারণ।

বিনতা কহিল পূর্ব্বে দেহি বর হয়
হারিলায় আমি পণ করিল নির্ণয়।
দাসী পণে সেই হৈতে আছি তার আমি
তেকারণে দাসী পুত্র হৈল বাপু তুমি।
এত শুনি মহাক্রোধে করিল সুপর্ণ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্ত বর্ণ।
মায়ে এড়ি গেল সর্প মায়ের নিকটে
কদ্রুর অগ্রেতে বীর কহে কর পুটে।
আজ্ঞা কৈল জননী করিয়ে নিবেদন
কি মতে দাসত্ব মায়ের হইবে মোচন।
কদ্রু বলে মুক্ত যদি করিবে জননী
আকাশের চন্দ্র আগে মোরে দেহ আনি।
এত শুনি খগীশ্বর আনন্দ অপার
মায়ের নিকটে বীর গেল আরবার।

যে বলিল সর্প মাতা যায়েরে কহিল
না ভাবিহ দুঃখ আর অবসান হৈল।
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে
ক্ষুধায় ওদর জলে দেহ কিছু খাইতে।

জননী বলিল যাহ সমুদ্রের তীরে
যাও গিয়া যথা বৈসে নিশাচরগনে।
কিন্তু এক কহি তাহে দ্বিজবর আছে
বুঝিয়া যাইবা বাপু দ্বিজে যাও পাছে।
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কহিল তোমারে
ক্ষুধার আকুলে বাছা যাইয়া তারে পাছে।
অগ্নি সূর্য্য বিষ হৈতে আছে প্রতিকার
ব্রাহ্মণ কোপেতে বাছা নাহিক নিস্তার।
গরুড় বলিল যদি তাদৃশী ব্রাহ্মণ
কোন চিহ্ন ধরে দ্বিজ কেমন বরণ।

বিনতা বলিল তুমি ক্ষুধায় আকুল
ছিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবা বহুল।
খাইতে তোমার কষ্ট জন্মিবে যখন
নিশ্চয় জানিবা পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ।

এত বলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদে
যাহ পুত্র অমৃত আনহ অপ্রমাদে।
ইন্দ্র যম আদিত্যে কুবের হুতাসন
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোন জন।
এত বলি খগবর করিল যেলানি
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়িল তখনি।
গরুড়ে উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল
প্রলয়ের প্রায় যেন সিন্ধু উথলিল।
পাক সাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে
গর্জ্জনে লাগিল তালা সুরাসুর নরে।

কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল
নিশ্বাস সহিতে সব মুখে প্রবেশিল।
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে
অগ্নির সমান জলে গরুড় ওদরে।
গরুড় স্মরিল তবে মায়ের বচন
ডাকিয়া বলিল শীঘ্র বাহিরা ও ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণ বলিল বাহিরা ইব কি মতে
ভার্য্যা মোর পুড়ি মরে তোর ওদরেতে।
কৈবর্ত্তনী ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান
ভার্য্যা বিহনে আমি না রাখিব প্রাণ।
গরুড় বলিল দ্বিজ মোর বধ্য নহে
শীঘ্র বাহিরাহ অগ্নি যাবত না দহে।
বীরিয়া ভার্য্যার হাতে আইল বাহিরে
এত শুনি বীরি দ্বিজ কৈবর্ত্তির করে।

লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির
অন্তরিক্ষে ওড়িলা গরুড় মহাবীর ।
হেন কালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ।
গরুড় বলিল তবে আছিয়ে কুশলে
সকল কুশল মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে ।
মায়ের বচনে আমি যাইলাম নিশাচর
না হইল তৃপ্তি কিছু পুড়িছে ওদর ।
সর্প মাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে
ক্ষুধায় অবশ তনু কহিল তোমাতে ।
তুমি আর কিছু মোরে দেহ খাইবারে
ভাল ভাবি দেহ যেন পুরয়ে ওদরে ।
কশ্যপ বলিল তবে শুন খগেশ্বর
দেব নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর ।

গজ কূর্ম্ম দুই জন তথা যুদ্ধ করে
পূর্ব্ব বিবরান্ত তার শুন মহাবীরে।

বিশ্বাবসু সুপ্রতিক দুই সহোদরে
মহা বিনে বিনী দোঁহে মুনির কোঙরে।
শত্রুঘন দোঁহারে করিল ভেদা ভেদ
বিনের কারনে দোঁহে হৈল বিশম্বাদ।
সুপ্রতিক কনিষ্ঠ পৃথক তবে হৈল
আপনার সমোচিত বিভাগ মাগিল।
শত্রুঘনে বলেন অনেক বিন আছে
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে।
বিশ্বাবসু জ্যেষ্ঠ কহে বিভাগ ওহার
অকারনে দ্বন্দ্ব করে সহিত আমার।
দোঁহা কারে এই মত কহে শত্রুঘনে
বহু দিন এই মত দ্বন্দ্ব দুই জনে।

নিত্য আসি সুপ্রতিক ভাইয়ে মাগে ধন
ক্রোধে বিশ্বাবসু শাপ দিল ততক্ষণ।
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিল আমি
না লই কন্দল কর পর বাক্যে তুমি।
নিত্য আসি যোঞ্জাল করিস মোর স্থানে
দিল শাপ গজ হৈয়া থাক গিয়া বনে।
সুপ্রতিক বলে মোরে ভাগ নাহি দিয়া
শাপ দিস আর মোরে কিসের লাগিয়া।
তুমিত কচ্ছপ হও জলের ভিতরে
দুই জনে দুই শাপ দিলাত দোঁহারে।
গজ গেলা অরণ্যে কচ্ছপ গেলা জলে
ভাই সহ বিশম্বাদ কৈল হেন ফলে।
পর বোলে ভাই সহ করে বিশম্বাদ
অতি ক্লেশ জন্মে তার হয়ত প্রমাদ।

সেইত কচ্ছপ আছে জলের ভিতরে
দশ যোজন যুড়িয়া তাহার কলেবরে।
তাহার দ্বিগুন হয় হস্তীর শরীর
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবর তীর।
সেই গজ কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষন
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে জিনি দেবগণ।
ত্রিভুবন পরাজিত হয় মহা বীর
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাখুক তোমার শরীর।
কস্যাপের আজ্ঞা পাইয়া গরুড় সত্তর
চক্ষুর নিমিসে গেলা যথা সরোবর।
অন্তরিক্ষ হৈতে দেখে বিনতা নন্দন
বন হৈতে গজ বাহিরাইল তৎক্ষন।
সরোবর তীরে আসি করিল গর্জ্জন
ক্রোধ করি কূর্ম্ম বাহির হৈল তৎক্ষন।

দুই জনে মহা যুদ্ধ কহনে না যায়
অন্তরিক্ষে থাকি তাহা দেখে খগরায় ৷
এক নখে গজ ধরি কূর্ম্ম আর নখে
চক্ষুর নিমিসে উড়ি গেল তপ লোকে ৷
কোথায় খাইব বলি ভাবে মনে মন
নানা জাতি বৃক্ষ দেখে পরশে গগন ৷
কহ পতি নামে বৃক্ষ অতি গুরুতর
জানিয়া গরুড়ে ডাকি বলিল উত্তর ৷
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার
সুস্থ হইয়া ইথে বসি করহ আহার ৷
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতা নন্দন
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষন ৷
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে
বলে খিল্য মুনিগন তাহে তপ করে ৷

শাখা ধরি অধ মুখে আছে মুনিগন
দেখিয়া জন্মিল ভয় বিনতা নন্দন।
ভূমিতে ফেলিলে ডাল মরিবেক মুনি
ঠোটেতে ধরিল ডাল মনে ভয় গুনি।
ঠোটেতে ধরিল ডাল গজ কূর্ম্ম নখে
বহু দিন গরুড় উড়িল হেন মতে।
কস্যাপ দেখিল গন্ধ মাদন পর্ব্বতে
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিশরিতে।
বলে ক্ষিন্য মুনিগন হৈতেছে লম্বিত
তার ভয়ে গরুড় হইল সবিস্মিত।
কস্যাপ বলেন পুত্র কৈলা কোন কায
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমান শাটী সহস্র ব্রাহ্মন
উপায় করহ ফেরি নহে যতক্ষন।

তবেত কস্যাপ মুনি করিল জোড় কর
মুনিগনে পুনায় স্তুতি করিল বিস্তর।
এইত গরুড় হয় সভাকার হিত
তেকারনে ক্রোধি তারে না হয় ওচিত।
কস্যাপের স্তবে তুষ্ট হৈলা ঋষিগন
হিমালয় গিরি সভে করিল গমন।
তবে যগেশ্বর জিজ্ঞাসিল কস্যাপেরে
কোথা ফেলাইব তাল আজ্ঞা কর মোরে
কস্যাপ বলিল যাহ বিপুকুষ গিরি
জীব জন্তু নাহি সেই পর্ব্বত ওপরি।
কস্যাপের আজ্ঞা পাইয়া বীর যগেশ্বর
ফেলিল সে তাল লইয়া পর্ব্বত ওপর।
গজ কূর্ম্ম যাইলেক পর্ব্বতে বসিয়া
অমৃত আনিতে যাহ তৃপ্ত মন হৈয়া।

মহা তেজে গগনে উঠিল মহা বীর
পাক সাটে ভাঙ্গি গেল পর্ব্বত শিখর ।
দিনকর আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার
অমর নগরে হৈল উৎপাত অপার ।
উল্কাপাত নির্ঘাত হইছে ঘনে ঘন
ঘোর বায়ু মেঘে করে রক্ত বরিষণ ।
এত দেখি ইন্দ্র বৃহস্পতিকে পুছিল
এত অমঙ্গল কেনে স্বর্গেতে হইল ।
বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্ব্ব পাপে
এই যে গরুড় পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে ।
চন্দ্রের কারনে আইসে বিনতা নন্দন
অবশ্য লইবে চন্দ্র যিনি দেবগন ।
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈল দেব পুরন্দর
ততক্ষনে আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর।

পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ
সসজ্জ হইল সভে করিবারে রণ।

মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ।
কশ্যপ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বিদিত ভুবনে
তার পুত্র পক্ষী হৈল কিসের কারণে।
কামরূপি হৈল পক্ষী মহা বলবীর
কি হেতু হইল কহ পূর্ব্ব আবান্তর।
সৌতি বলে এই কথা কহিতে বিস্তার
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু শুন সারোদ্ধার

মহা ভারথের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুন পুন্য বান।

পূর্ব্বেতে কশ্যপ ঋষি মহা তপ করে
ইন্দ্র আদি যত দেব হৈয়া অনুচরে ।
যজ্ঞ কাষ্ঠ আনিবারে গেল মুনিগণ
ইন্দ্র যম সূর্য্য বায়ু আদি যত জন ।
ভাঙ্গিয়া লইল কাষ্ঠ মাথার উপরে
পর্ব্বত প্রমাণ বোঝা লৈল পুরন্দরে ।
শীঘ্রগতি কাষ্ঠ ফেলি আইল সুরমণি
পথেতে দেখিল যত বলে ক্ষিল্ল মুনি ।
পলাসের পত্র গোটি মাথার উপরে
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সভে যায় ধিরে ধিরে ।
কত দূরে যায় সভে গোক্ষুর দেখিয়া
পার হৈতে না পারি রহিলা ডাণ্ডাইয়া ।
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ ।

ওপহাস্য করিলি করিয়া অহঙ্কার
ব্রাহ্মণেরে নাহি চিন মত্ত দুরাচার।
বলে ক্ষিপ্ত মুনিগণ এতেক ভাবিল
আর ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল।
ইন্দ্র হৈতে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে
কামরূপি মহা কায় আবিষ্ট করিবে।
এই হেতু যজ্ঞ করে মহা মুনিগণ
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র কৈল নিবেদন।
শীঘ্রগতি গেল তেহঁ যজ্ঞের সদন
মুনিগণ চাহি তবে বলিল বচন।
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মাকে সেবিল
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিযোজিল।
অন্য ইন্দ্র হেতু যজ্ঞ কর কি কারণ
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন।

ব্রহ্মার বচন রাখ আমার পিরিত
আজ্ঞা কর মুনিগন যে হয় উচিত ।
বলে ক্ষিন্ন বলে যজ্ঞ বহু কষ্টে কৈল
রাত্রিতে তোমার বোল সব বৃথা হৈল ।
কশ্যপ বলিল বৃথা হবে কি কারন
পক্ষী ইন্দ্র হওক জিনিবে ত্রিভুবন ।
মুনিগন সম্বোধিয়া বলে পুরন্দরে
উপহাস আর পাছে কর ব্রাহ্মনেরে ।
ব্রাহ্মনেরে দেখিয়া না কর অহঙ্কার
ব্রাহ্মনের ক্রোধে কারো নাহিক নিস্তার ।
এত বলি দেবরাজে করিল মেলানি
বিনতারে বলেন কশ্যপ মহা মুনি ।
সফল করিলে ব্রত শুন গুনবতী
তোমার গর্ব্ভেতে যাবেন্দ্র উৎপতি ।

এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর
হেন মতে পক্ষ হৈলা কশ্যপ কোঙর।

তবেত গরুড় বীর গেল দেবালয়
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সভে করে ভয়।
যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরন
চতুর্দ্দিগে করিতে লাগিল বরিষন।
সেল শূল জাঠা শক্তি ভুষণ্ডি তোমার
পরিঘ পরসু চক্র মুসল মুদ্গর।
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষন
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র বৃষ্টি করে দেবগণ।
কামরূপি পক্ষরাজ নির্ভয় শরীর
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহা বীর।
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে
গরুড়ের তেজ বাড়ে যত অস্ত্র পড়ে।

মেঘের শবদ জিনি গরুড় গর্জ্জন
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন।
ইন্দ্র আদি দেবগন সভাই অবোধ
না জানিয়া আমা সঙ্গে বাড়ায় বিরোধ।
ক্ষনেকে মারিতে পারি চক্ষুর নিমিশে
সাধিব আপন কার্য্য কি ফল বিনাশে।

এত চিন্তি ততক্ষনে বিনতা নন্দন
পাক্ষ সাটে ধুলা মাত্রে পুরাইল গগন।
অনিমিশ নয়নে যতেক দেবগন
ধুলায় পুরিল অঙ্গ দিল সর্ব্বজন।
ইন্দ্রের অমরাবতী নানা রত্নে ছিল
গরুড়ের পাক্ষ সাটে সকল ভাঙ্গিল।
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর
ধুলা ওড়াইয়া তুমি ফেলায়ো সত্বর।

ইন্দ্রের আজ্ঞায় বুলা ওড়ায় পবন
পুন আসি গন্ধড়ে বেড়িল সর্ব্ব জন।
চতুর্দ্দিগে নানা অস্ত্র করে বরিষণ
দেখিয়া কম্পিল বীর বিনতা নন্দন।
পাক্ষ সাট মারি কারো বিদারিল নখে
ঠোঁটেতে চিরিয়া ফেলে যে পড়ে সম্মুখে।
রক্তে জর জর হৈল সভার শরীর
মস্তক ভাঙ্গিল কারো বুক হৈল চির।
পাক্ষ সাটে ওড়াইয়া ফেলিল চারিদিগে
দক্ষিনে পালয় যম ইন্দ্র পুর্ব্ব ভাগে।
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পালাইল ডরে
অশ্বিনিকুমার গেলা পলাই উত্তরে।
পুন পুন আসি যুদ্ধ করে দেবগন
প্রাণ পন করে সভে চন্দ্রের কারন

ক্রোধ করি বিহঙ্গম বলে মহাবল
অতি ক্রোধে হৈল যেন জ্বলন্ত অনল ।
প্রলয় অনল যেন দহে সর্ব্ব জনে
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণে ।
দেবতা তেত্রিশ কোটি জ্বলিয়া সমরে
চন্দ্র লোকে উত্তরিল নিমিশ ভিতরে ।
চন্দ্রের নিকট গিয়া দেখে মহাবল
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল ।
অগ্নি দেখি উপায় করিলা খগবর
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া সামাইল ভিতর ।
অগ্নি পার হৈয়া বীর দেখে খগেশ্বর
তীক্ষ্ন ক্ষুরধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর ।
মক্ষিকা পড়িলে তাতে হয় শত খান
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান ।

সুঁচের প্রমাণ রন্ধ্র ছিল চক্র মাঝে
ততোধিক ক্ষুদ্র তথা হৈলা পক্ষীরাজে।
চক্র পার হৈয়া দেখে বিনতা নন্দনে
অমৃত করিলা পান আনন্দিত মনে।
ঢাকিয়া লইল চন্দ্র পাখার ভিতরে
অতি বেগে তথা হৈতে চলিলা সত্বরে।
কামরূপি মহাকায় বিনতা নন্দন
সেই রূপ যাইতে ইচ্ছা করিল তখন।
চক্র অগ্নি লঙ্ঘিয়া আইসে খগবর
এ সকল কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর।
অন্তরিক্ষে আইল যথা বিনতা নন্দন।
দুই জনে যুদ্ধ হৈল না যায় কহন।
চতুর্ভুজ চারি অস্ত্রে যুঝে নারায়ন
পাখে সাটে গরুড় করয়ে নিবারন।

আঁচড় কামড় আর মারে পাখ সাটে
গোবিন্দের হৃদয়ে লাগয়ে চটচটে ।
অনেক হইল যুদ্ধ লিখনে না যায়
তুষ্ট হইয়া গরুড়ে বলিল দেবরায় ।

তোমার বিক্রমে তুষ্ট হইলাম খেচর
মনোনিত মাগ তুমি দিব আমি বর ।
গরুড় বলিল যদি দিবা তুমি বর ।
তোমা হইতে ঊর্দ্ধতে বসিব নিরন্তর
অজর অমর হৈব অজিত সংসারে
বিষ্ণু বলে যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে ।
বর পাইয়া হৃষ্ট চিত্তে বীর খগেশ্বর
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর ।
গোবিন্দ বলিল যদি দিবা তুমি বর
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর ।

গরুড় বলিল মোর সত্য অঙ্গিকার
নিশ্চয় বাহন আমি হইলাম তোমার।
ওষ্ঠমূল দেহ মোরে তুমি দিলা বর
বিষ্ণু বলে বৈস তুমি রথের ওপর।
এই মত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া
তথা হইতে চলে বীর চন্দ্রেরে লইয়া।
পবন অধিক বীর গরুতের গতি
দৃষ্ট মাত্রে সুর লোকে গেল মহামতি।
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর
মহা তেজে মারে বজ্র গরুড় ওপর।
হাঁসিয়া গরুড় বলে শুন দেবরাজ
বজ্র অস্ত্র ব্যর্থ হৈলে যাবা বড় লাজ।
মুনিবর অস্ত্র বজ্র অব্যর্থ সংসারে
শত বজ্র হইলে মোর কি করিতে পারে।

তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন
এক গুটি পাখা দিব তোমার কারণ।
এত বলি এক পাখা ঝোটে ওপাড়িয়া
ইন্দ্র যারে বজ্র তাতে দিল ফেলাইয়া।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল দেব পুরন্দর
সবিনয়ে বলে তবে শুন খগেশ্বর।

তোমার চরিত্র দেখি হইলাম পিরিত
সখা হইবারে ইচ্ছা তোমার সহিত।
গরুড় বলিল যদি ইচ্ছা কৈলা তুমি
আজি হইতে হইলাম তোর সখা আমি।
ইন্দ্র বলে সখা এক করি নিবেদন
তোমার তেজের কথা না যায় কহন।
কত বল বীর তুমি কহ সত্য করি
তোমার বিক্রম দেখি তিন লোক ভরি।

ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষীরাজ
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ।
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে জুয়ায়
আমার বলের কথা শুন দেবরায়।
সাগর সহিত ক্ষিতি এক পাখে করি
আর পাখে তোমা সহ অমরা নগরী।
দুই পাখে লইয়া উত্তির বায়ু ভরে
শূন্য নহিবে মোর সহস্র বৎসরে।
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর
ইন্দ্র বলে সত্য যত বলে খগেশ্বর।
যতেক বলিলা সব সম্ভবে তোমারে
এক নিবেদন সখা কহি আরবারে।
চন্দ্র লইয়া যাও তুমি কিসের কারণ
এই শশোধির হয় সবার জীবন।

গরুড় বলিল মাতা আছে দাসী পনে
চন্দ্র গেলে হইবেক তাহার মোচনে।
চন্দ্র লৈতে বলিল যতেক পন্নগন
এই হেতু লই চন্দ্র সহস্র লোচন।

ইন্দ্র বলে হেন কথা যুক্তি নাহি আইসে
মহা দুষ্ট নাগগন সৃষ্টি করে নাশে।
তোমাকে হইলে শত্রু হয়তো আমার
শত্রুকে অমৃত দিতে না হয় বিচার।
হেন জানে চন্দ্র দিবা কিসের কারণ
উপায় করিয়া মায়ের করিব মোচন।
জগতের প্রান রাখ আমার বচনে
সদয় হইয়া চন্দ্রে করহ মোচনে।
গরুড় বলিল সখা না আইসে বিচার
মায়ের অগ্রেতে আমি কৈল অঙ্গিকার।

এখনি আনিব চন্দ্র বলে হেন বাণী
হেন চন্দ্র কেমনে ছাড়িব বজ্রপাণী।
আর এক বাক্য সখা করহ বিচার
তব বাক্য রহে হয় মায়ের ওদ্ধার।
সর্পগণ চন্দ্র পায় চন্দ্র মুক্ত পায়
বুঝিয়া এমন যুক্তি করহ উপায়।
মায়া বলে থাক তুমি আমার সংহতি
যেখানে লইয়া আমি যুই নিশাপতি।
তথা হইতে চন্দ্র লইয়া করহ গমন
শুনি দেবরাজ হইল হরষিত মন।
ইন্দ্র বলে তুষ্ট হইলাম তোমার বচনে
বরে ইচ্ছা থাকে যদি মাগ মোর স্থানে।
গরুড় বলিল আমি কি মাগিব বর
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য ভিতর।

তথাপি তোমার বাক্য করিব পালন
বর দেহ শুনি মোর হইবে ভক্ষণ।
কপটেতে দুষ্টগণ মায়ে দুষ্টা দিল
দিল বরদান বলি দেবরাজ কৈল ।
বর পাইয়া তথা হইতে চলে নাগেশ্বর
জায়া রূপে সঙ্গেতে চলিল পুরন্দর।
পথে যাইতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন শুনেং
এখানেহ দৃঢ় করি বলহ বচনে।
যথায় রাখিবা চন্দ্র যবে লব আমি
মোর সহ দন্দ পাছে পুন কর তুমি।
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়
তথাপিহ চিত্তে ইন্দ্র নাহিক প্রত্যয়।
তথা হইতে চলে বীর তারা যেন যমে
নাগ লোকে গেল বীর চক্ষের নিমিষে।

ডাক দিয়া আনিল যতেক নাগগণ
হের চন্দ্র আনিলাম দেখ সর্ব্ব জন।
দাসীত্ব মোচন কর আমার জননী
এত শুনি আনন্দিত হৈল সব ফনি।
ফনিগণ বলিলেক নাহি আর দায়
দাসীত্ব মোচন করিলাম তব মায়।
এত শুনি হৃষ্ট চিত্ত বিনতা নন্দন
নাগগণ ডাকি তবে বলিল বচন।
স্নান করি আইস শুচি হৈয়া সর্ব্ব জন
আনন্দিত হইয়া সাবু করহ ভক্ষণ।
এই চন্দ্র রাখি দেখ কুশের ওপর
এত বলি চন্দ্র থুইয়া গেলা মহা বীর।
গরুতের বাক্য সবে করে স্নান দান
এথা চন্দ্র লৈয়া ইন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান।

শুচি হইয়া আসিল যতেক নাগগণ।
চন্দ্র না দেখিয়া হৈল বিরস বদন।
জানিয়া হরিয়া ইন্দ্র দেবরাজ তৈল
সবে মেলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল।
তীক্ষ্ণ ধারে সব জুহ্বাতে হইল চির
সেই হৈতে দুই জুহ্বা হইল সনির।
পবিত্র হইল কুশ চন্দ্র পরশনে
সকল নিষ্ফল কর্ম্ম কুশের বিহনে।

গরুড় বিক্রম আর বিনতা মোচন
নাগের নৈরাশ আর চন্দ্রের হরণ।
এ সব রহস্য কথা যেই জন শুনে
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে২।
পুত্রার্থীকে পুত্র দেয় ধনার্থীকে ধন
যাহাকে প্রসন্ন হন বিনতা নন্দন।

আদি পর্ব্বে ভারথে গরুড় জন্ম কথা
কাশী রায় দাশ কহে পাচালিতে গাঁথা ।

সৌনকাদি মুনি বলে সুতের নন্দন
শুনিলে গরুড় কথা অদ্ভুত কথন ।
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার
কোন কর্ম্ম কৈল কিবা নাম সভাকার ।
সৌতি বলে কতেক কহিব মুনিগণ
কিছু নাম কহি শ্রেষ্ঠ ফনি যত জন ।
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিতীয় বাসুকি
ঐরাবত তক্ষক কর্কট পিঙ্গলাক্ষি ।
বামন কালীয় হলপূর্ণ ধনঞ্জয়
প্রাক্ষ অনিল নীল পনস অজয় ।
অশিবর্ন শঙ্কচুড় মার্জ্জক ওশক
সর্নক পৌতক ষদু বিমন বিতক ।

লহুষ নির্দ্ধব বৃতরাষ্ট অতিশয়
হেন মত নাগ সব কত লব নায়।
সবা হৈতে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শেষ বিষবীর
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধর্ম্মেতে তৎপর।
ভাই সব দুরাচার দেখি নাগ রাজ
বিশেষ মায়ের শাপ ভাবি হৃদি মাঝ।
তেজিয়া সকল গেলা তপ করিবারে
নানা তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে।
হিমালয় আশ্রয় করিল নাগবর
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর।
তারপর দেখি তুষ্ট হৈলা প্রজাপতি
ব্রহ্মা বলে তপ কেন কর ফনিপতি।
সবাঞ্ছিত বর মাগি লহ মোর স্থানে
কর জোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদনে।

আমি কি কহিব তোমার সকল গোচর
দুষ্ট দুরাচার মোর সব সহোদর।
গরুড় আমার ভাই বিনতা নন্দন
তার সহ কন্দল করয়ে অনুক্ষণ।
বলেতে সমর্থ কেহ সম নহে তার
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার।
সদাই কপট কর্ম্ম লোকের হিংসন
অঙ্কারী কুপথী যত ভ্রাতৃগণ।
তেকারণে তা সব সংসর্গ ত্যজিয়া
শরীর তেজিব আমি তপস্যা করিয়া
পুন যেন সৎসর্গ না হয় তার সনে
করিব তপস্যা করি তাহার কারণে।
ব্রহ্মা বলে শেষ দুঃখ না ভাবিহ মনে
দুষ্টের সংসর্গ তব হইবে মোচনে।

ধর্ম্মে মতি হবে তুমি বলে মহা বল
আপনার তেজে ধর পৃথিবী মণ্ডল।
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল
গরুড় সহিত ব্রহ্মা যেত্র করাইল।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল ভিতর
তথা থাকি পৃথিবী ধরিল বিশ্বধর।
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগ রাজা
নাগ লোকে দেব লোকে সভে করে পূজা।
হেন মতে শেষ সব তেজি ভ্রাতৃগণে
একাকি রহিলা তেহোঁ ব্রহ্মার বচনে
শেষ যদি গেল তবে বাসুকি চিন্তিত
মায়ের শাপেতে অত্যন্ত দুঃখিত।
সব ভ্রাতৃগণ লৈয়া করেন যুকতি
মায়ের শাপেতে নাহি দেখিতে নিস্কৃতি।

জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতিকার
জননীর শাপেতে নাহি দেখিয়ে উদ্ধার
ক্রোধী হইয়া জননী যখন শাপ দিল
পিতৃ পিতামহ সবে স্বীকার করিল।
জন্মেজয় যজ্ঞে হব অবশ্য সংহার
এখনে তাহার ভাই কর প্রতিকার।

এতেক বচন যদি বাসুকি বলিল
যার যেবা যুক্তি আইসে কহিতে লাগিল।
এক নাগ বলে আমি ব্রাহ্মণ হইব
জন্মেজয় যজ্ঞ আমি ভিক্ষা মাগি লব।
আর নাগ বলে আমি রাজ মন্ত্রী হৈয়া
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া।
আর নাগ বলে সে কোন বিচিত্র কথা
কি মতে করিবে যজ্ঞ যাব যজ্ঞ হোতা।

নহিলে যাইব সব ব্রাহ্মণে বরিয়া
দ্বিজ বিনে যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া।
আমরা সকলে তবে একত্র হইয়া
যজ্ঞের সদন সবে থাকিব বেড়িয়া।
যাহারে দেখিব তারে করিব ভক্ষণ
ভয়েতে করিব রাজা যজ্ঞ নিবারণ।
এতেক বলিল যদি সব নাগগণে
বাসুকি বলিল নাহি কহে মোর মনে।
আমা সবা মারিবারে যে শক্তি ধরিবে
কাহার শকতি ভাই তাহাকে হিংসিবে।
মায়ের বচন কভু নহেত লঙ্ঘন
যত যুক্তি কৈলে সবে সব অকারণ।
মায়ের বচন আর দৈবের লেখন
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না যায় খণ্ডন।

পাণ্ডু বংশে জন্মেজয় হইবে উৎপত্তি
তার যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি।
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্ব জন
অবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন।
পুত্রগিন যখন জননী শাপ দিল
নাগগিন তখনে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিল।
হেন শাপ কেহ দেয় আপন নন্দনে
আর কোন জন হেন আছয়ে ভুবনে।
ব্রহ্মা বলে মাতৃ শাপ পুত্রে নাহি বাধে
সবে মিলি স্বীকার করিল নাগবধে।
ধর্ম্মে অনুগত তাহে যেই নাগ হবে
জন্মেজয় যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে।
আছয়ে উপায় তার শুন নাগগনে
জটাচার্য্য বংশে জরৎকার নন্দনে।

জরৎকারী কন্যা গর্ভে হইবে কুমার
সেই পুত্রে নাগ কুল পাইবে নিস্তার।
এই রূপে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল নাগগনে
এ সকল কথা আমি শুনিল শ্রবনে।
আর যত পুরুষার করহ ভাইগন
না হইব সাধ্যি কিছু সব অকারন।
সেই জরৎকারী এই ভগিনী আমার
জরৎকারে বিভা দিলে সভার নিস্তার।
এতেক বলিলে ইলাবন বিষহরি
সাধু২ করি সবে করিল উত্তর।
তবেত কতক্ষ দিনে সমুদ্র মথিল
মন্দার মথন দড়ি বাসুকি হইল।
তুষ্ট হৈয়া দেবগন ব্রহ্মারে বলিল
বাসুকি হইতে সিন্ধু মথন হইল।

মাতৃ শাপে বাসুকির দহয়ে শরীর
আজ্ঞা কর পিতামহ যাতে যেন তর।
ব্রহ্মা বলে জরৎকারী ভগিনী তোমার
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার।
বাসুকি শুনিয়া হৈল আনন্দিত মন
জরৎকার স্থানে চর কৈল নিযোজন।
চরগণে বলেন থাকিবে অলক্ষিতে
জরৎকার আজ্ঞা হইলে কহিবে ত্বরিতে।

সৌতি যাহা জিজ্ঞাসিল বলিল মুনিগণে
বাসুকি দিলেন ভগ্নী তথির কারণে।
মহা ভারথের কথা অমৃত লহরি
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি
ইহার শ্রবণে যত সুখ হবে নরে
তাদৃশ নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য ভিতরে।

কাশীরাম দাসের সদাই এই মন
নিরবধি বাঞ্ছে সদা ভারথ শ্রবণ।

সৌতি বলে এই রূপে গেল বহু কাল
পাণ্ডুবংশে হৈলা পরিক্ষিত মহীপাল।
মহা পুন্যবান রাজা প্রতাপে মীহির
কৃপাচার্য্য শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর।
সত্য দয়া ক্ষেমা যজ্ঞ দানে রত রত
মৃগয়াতে প্রিয় বনে ভ্রমে অনবরত।
দৈবে এক দিন রাজা বিন্ধিয়া হরিণে
পলায় হরিণ পাছে ধাইল রাজনে।
পরিক্ষিত বানে জিয়ে কাহার পরাণে
হরিণ পলাইয়া গেল দৈব নিবর্ব্বন্ধনে।
বহু দূরে অরন্যে পশিল নরবর
দেখিল না গেল মৃগ অরন্য ভিতর।

তৃষ্ণায় আকুল বড় হইল রাজনে
গাভীর শব্দ শুনি গহন কাননে।
শব্দ অনুসারে রাজা করিল গমন
বসি আছে এক জন দেখিল রাজন।
আমি পরিক্ষিত বলি বলেন ডাকিয়া
দেখিলা কি গেল মৃগ কোন পথ দিয়া।
মৌনব্রত আছে মুনি রাজা নাহি জানে
ওত্তর না পাইয়া রাজা ক্রোধি কৈল মনে।
একে রাজ্যের রাজা আমি দ্বিতীয় অভীথ
ওত্তর না দিলা দুষ্ট ইহার চরিত।
এত ভাবি নৃপতি হইলা ক্রোধি মনে
মৃত সর্প ছিল দৈবে তার সন্নিধানে।
ধনু স্থলে করি সর্প গলে জড়াইল
অশ্ব আরোহনে রাজা হস্তিনায়ে গেল।

ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গী নাম ধরে
কৃশ নামে শৃঙ্গী সখা বলেন তাহারে।
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না জানিয়া
তোর বাপে রাজা দণ্ডে ধরে দেখ গিয়া।
এত শুনি গেলা শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ,
গলায় দেখিল বেড়া আছে মৃত সাপ।
ক্রোধী হৈল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত আনল
রাজারে দিলেক শাপ হাতে করি জল।
আজি হৈতে সাত দিনে পরিক্ষিত নৃপে
তক্ষকে দংশিবে তারে মোর এই শাপে।
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ
মৌন ভঙ্গ দ্বিজবর করয়ে বিলাপ।
ছাওয়াল অজ্ঞান তুমি কৈলে কোন কর্ম্ম
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম।

রাজারে দিবার শাপ উচিত না হয়
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা পায়।
রাজার আশ্রিতে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় জন্মে শস্যগণ।
দুষ্ট দৈত্য চোর হয় রাজার বিহনে
রাজ্য রক্ষা হেতু বীতা করিল রাজনে।
দশ শ্রোত্রিয় সম রাজা বেদে এই বলে
হেন নৃপে শাপ দিয়া ধর্ম্ম নষ্ট কৈল।
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরিক্ষিত
পিতামহ সম রাজা স্বধর্ম্মে চরিত।
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমা রাজা নাহি জানে
ক্ষুধার্ত্ত আইল রাজা আমার সদনে।
না করিল গৃহ ধর্ম্ম দিল আর শাপ
ক্ষমা করি পুণ্য তারে খণ্ড মনস্তাপ।

এত শুনি বলে শৃঙ্গি বাপের গোঠরে
যে কথা বলিল পিতা নারি খণ্ডিবারে।
সহজ বচন মোর না হয় খণ্ডনে
ক্রোধে শাপ দিল ইহা খণ্ডিব কেমনে।
এত শুনি মুনিবর হইয়া চিন্তিত
নিশ্চয় জানিল মুনি না হয় খণ্ডিত।
গৌরমুখ নামে শিষ্য আনিল ডাকিয়া
পাঠাইল নৃপ স্থানে সকল কহিয়া।
আজ্ঞা পাইয়া গেল শীঘ্র হস্তিনা নগর
প্রবেশ করিল গিয়া যথা নৃপবর।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা পাদ্য অর্ঘ দিল
কোথা হইতে আইলা বলি রাজা জিজ্ঞাসিল।
ব্রাহ্মণ বলেন রাজা শুন সাবধানে
মৃগয়া কারণ তুমি গিয়াছিলা বনে।

যে দ্বিজের গলে জড়াইলা মৃতসাপ
বালক তাহার পুত্র ক্রোধে দিল শাপ।
পুত্র শাপ দিল তাহা পিতা নাহি জানে
তেকারণ আমা পাঠাইল তোমা স্থানে।
বহুৎ প্রীতি বাক্য পুত্রেরে কহিল
কদাচিত শাপান্ত করিতে না পারিল।
সাত দিনে করিবেক তক্ষকে দংশন
আনিয়া ওপায় শীঘ্র করহ রাজন।
বজ্রাঘাত পড়ে রাজার শুনিয়া বচন
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে রাজন।
কোন কর্ম্ম কৈল আমি দুষ্ট কদাচার
ব্রাহ্মণে হিংসিল এত না করি বিচার।
আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে
ব্রাহ্মণেরে তাপ দিল নিন্দয়ে আপনে।

যেখানে আছিল মুনি এখানে আনিল
যে দণ্ড করিল মোরে কিছু না বলিল।
মুনি রাজে জানাইহ আমার প্রনয়
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডন না হয়।
এত বলি ব্রাহ্মনেরে করিয়া মেলানি।
মন্ত্রনা করয়ে যত মন্ত্র
তক্ষক দংশিবে সপ্ত দিনে
কি করি উপায় তাহা শীঘ্র কহ মো।
মন্ত্রীগন বলে রাজা কর অবধান
মঞ্চ এক উচ্চতর করহ নির্মান।
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ করিল রচন
চতুর্দ্দিগে জাগিয়া রহিল মুনিগন।
সর্পের যতেক মন্ত্রী আছয়ে সংসারে
চতুর্দ্দিগে রাখিলেক যোজন বিস্তরে।

বেদ বিধি বিপ্র যত সিদ্ধি বাক্য যাঁর,
শত২ চতুর্দ্দিগে রহিল রাজার।
তাহে বসি দান ধ্যান করে নৃপবর
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর।
মহা ভারতের কথা অমৃত সমান
কাশী রাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

সৌতি বলে অবধানে শুন মুনিগণ
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রীগণ।
কস্যপ নামেতে মুনি সর্প মন্ত্রে গুণী
রাজারে দংশিবে সর্পে লোক মুখে শুনি
হীন বীর্য্য যশ পাব ভাবি দ্বিজবর
ত্বরিতে চলিল দ্বিজ হস্তিনা নগর।
তক্ষক আইসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে
বট বৃক্ষ তলে দেখা পাইল কস্যপে।

তক্ষক বলিল দ্বিজ আইলা কোথা হৈতে
কোথাকারে যাও বড় গমন ত্বরিতে।
কস্যপ বলিল পরিক্ষিত নরবর
আজি তারে দংশিবে তক্ষক বিষধর।
তেকারণে যাই আমি রাজার সদনে
মন্ত্র বলে রক্ষা আমি করিব রাজনে।
তক্ষক বলিল তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক দংশন।
ফিরি নিজ গৃহে যাহ শুন দ্বিজবর
অকারণে লজ্জা পাবা সভার ভিতর।
কস্যপ বলিল আমি গুরু মন্ত্র বলে
বাঁচাইতে পারিয়ে আমি তক্ষক দংশিলে।
শুনিয়া তক্ষক ক্রোধ হৈল অতিশয়
আমিত তক্ষক বলি দিল পরিচয়।

রাখিতে পারহ যদি আমার দংশনে
এই বৃক্ষ দংশি দেখি করহ রক্ষণে।
কস্যপ বলিল তুমি দংশ তরুবর
মন্ত্র বলে রাখি দেহ আপন গোচর।
এতেক কস্যপ বোল তক্ষক শুনিয়া
দংশিলেক তরুবর যায় ভস্ম হৈয়া।
লাফ দিয়া ভস্ম মুষ্টি কস্যপ ধরিল
মন্ত্র পড়ি ভস্ম মুষ্টি গর্ত্তেতে ফেলিল।
দৃষ্টি মাত্র সেই ক্ষনে অঙ্কুর হইল
বাড়িতে লাগিল বৃক্ষ আশ্চর্য্য মানিল।
দুই পত্র হই হৈল দীর্ঘ তরুবর
শাখা পত্র পূর্ব্বে যেন আছিল সুন্দর।
দখিয়া তক্ষক হৈলা বিস্ময় বদন
কেস্যপে চাহিয়া বলে বিনয় বচন।

পরম পণ্ডিত তুমি শুনে মহা গুণী
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনি।
রাখিতে আশ্চর্য্য শক্তি দেখিল তোমার
কেবল আমার বিষে কৈলা প্রতিকার।
আমাকে রাখিতে পার আশ্চর্য্যে শকতি
রাখিতে নারিবা পরিক্ষিত নরপতি।
পূর্ব্বেতে দংশিল তারে ব্রাহ্মণের বিষ
যেই বিষে ভয় করে দেব জগদীশ।
পদাঘাত খাইয়া করিল কৃতাঞ্জলি
স্তবন করিল ভয় পাছে দেয় গালি।
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কি দ্বিজবর
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গি পুরন্দর।
আর যত পৃথিবীতে অমর নাগ আছে
হেন জন নাহি ডরে বিপ্রের গালিকে।

ব্রহ্মশাপে বিরোধি করিতে যদি মন
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন।
যশ লভিবারে যদি যাবে দ্বিজবর
না পারিলে লক্ষ্য পাবা সভার ভিতর।
বিন ইচ্ছা করি যদি যাহ তথাকারে
আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে।
এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল
শুনিয়া কশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল।
ভাল বলে ফনিবর লয় মোর মন
ব্রহ্মশাপে বিরোধি নাহিক প্রয়োজন।
নিশ্চয় জানিল আয়ু নাহিক রাজার
চিন্তিয়া তক্ষক বাক্য করিল স্বীকার।
কশ্যপ বলিল আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ
তবে আর কেন যাব পাই যদি ধন।

যাইতাম বিন বীর্য্য যশের কারণে
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে।
তুমি যদি দেহ বিন যাইব ফিরিয়া
এত শুনি ফনি মনি দিলেক ডাকিয়া।
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন
হৃষ্ট হৈয়া বাহুড়িল দরিদ্র ব্রহ্মণ।
বাহুড়ি কশ্যপ গেল চিত্তে ফনিবর
অন্য অন্যে কহে লোক শুনিল উত্তর।
কেহ বলে নৃপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল।
কেহ বলে রাজা বড় করিল উপায়
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসি আছে তায়।
কাহাক নাহিক শক্তি যাইতে তথায়
কেমতে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায়।

নানা যত মহৌষধি আছে চারি ভিতে
গুনিগণ শূন্য পথ করিল মন্ত্রেতে।
অন্য অন্যে এই কথা বলে সর্ব্ব জন
শুনিয়া চিন্তিল চিত্তে রুদ্রের নন্দন।
সহচরগণ চাহি বলিল বচন
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তোরা হয়ো সর্ব্ব জন।
কেবল যাইতে নাহি ব্রাহ্মণের মানা
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তোরা হয়ো সর্ব্বজনা।
ফল ফুলে আশীর্ব্বাদ করিবে রাজারে
এই ফল গুটী লৈয়া দিবা তার করে।
শীঘ্রগতি না যাইবা যাবা ধিরে২
দেখিতে না পারে যেন রাজ অনুচরে।
এত বলি ফল মধ্যে করিল আশ্রয়
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্র মূর্ত্তি হয়।

সেই ফল নানা পুষ্প হাতে করি নিল
যথা মঞ্চে নরপতি তথায়ে চলিল।
ব্রাহ্মণের রোষ নাই রাজার দুয়ারে
ফল ফুলে আশীস করিল নরবরে।
আনন্দে নৃপতি তার পুষ্প ফল নিল
খুঁত ফল দেখি রাজা নখে বিদারিল।
মৃদু এক পোকা তাহে লোহিত বরণ
কৃষ্ণ বর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন।
হেন কালে নৃপতি বলিল মন্ত্রীগণে
ব্রহ্মশাপে মুক্ত আজি হইলাম সাত দিনে।
মুহূর্ত্তেক অস্ত হইতে আছে দিনমণি
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হইল অদ্ভুত কাহিনি;
এই হেতু শঙ্কা বড় হইতেছে মনে
অব্যর্থ ব্রাহ্মণশাপ হইল যখনে।

এই পোকা তক্ষক হওক এইক্ষন
দং-শুক আমারে রথক ব্রাহ্মন বচন।
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হওক বলিল।
হেন মতে রাজা মন্ত্রী করয়ে বিচার
ততক্ষনে তক্ষক ধরিল নিজাকার।
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন
শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রীগন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সভে কৈল ডর
লাঙ্গুড়েতে জড়াইল রাজার কলেবর।
সহশ্রেক ফনাধিরে ছত্রের আকার
শব্দ করি ব্রহ্ম তালু দং-শিল রাজার।
নৃপতিরে দং-শিয়া চলিল অন্তরিক্ষে
রক্ত পদ্ম আভা তনু দেখে সর্ব্ব লোকে।

অগ্নি হোত্রি মৃত তনু করিল দাহন
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল রাজার যে হিত লক্ষন।

মন্ত্রীগন সহ যুক্তি করি সব পুজা
তার পুত্র জন্মেজয় তারে কৈল রাজা।
বয়সে বালক শিশু বড় বুদ্ধিমন্ত
পরাক্রমে জন্মেজয় দুষ্টের দুরন্ত।
রাজার দেখিয়া গুন যত মন্ত্রীগন
কাশীরাজের কন্যা তারে করিল বরন।
বপুষ্টমা নাম রাজা কাশীর নন্দিনী
নানা রত্নে ভুষিয়া দিলেন নানা মনি।
বিভা করি জন্মেজয় আইল গৃহে লৈয়া
চির দিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হইয়া।
এক পত্নী বিনা রাজার অন্য নাহি মন
শুবর্ব্বসী সহিত যেন বুধের নন্দন।

নাগের চরিত্র আর কস্যপের কর্ম্ম
পরিক্ষিতে স্বর্গ বাস জনোজয়ের জন্ম।
এ সভ রহস্য কথা শুনে যেই জন
বংশ বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি হরি পদে মন।
সুবাঞ্ছিত ফল পায় কহিলেন ব্যাস
রোগ হইতে কভু তার নাহিক বিনাশ।
আদি পর্ব্ব ভারথ অমৃতবৎ কথা
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির গাঁথা।

সৌনকাদি মুনি বলে শুন সুত সুত
কহিলা সকল কথা শ্রবনে অদ্ভুত।
জরৎকার মুনিরে বাসুকি ভগিনী দিল
কহ শুনি আস্তিকের কি রূপে জন্ম হৈল।

সৌতি বলে জরৎকার বিবাহ করিয়া
পূর্ব্ববৎ বনে ভ্রমে একাকী হইয়া।

জরৎকারী ভগ্নীকে বাসুকি কহিল
কহ ভগ্নী মুনি সহ কি কথা হইল।
রক্ষন ভরন মুনি করে কি তোমার
সত্য করি তুমি কহ অগ্রেতে আমার।
জরৎকারী বলে আমি মুনি নাহি দেখি
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চিয়ে একাকী।
এত শুনি বাসুকির বিষন্ন বদন
আর দিনে মুনির পাইল দরশন।
বাসুকি বলেন মুনি কর অবধান
তোমাকে আপন ভগ্নী কৈল আমি দান।
যত্নতে রাখিয়া ছিলাম তোমার কারনে
বিভা কৈল কর তার রক্ষন পালনে।
মুনি বলে মোর চিত্ত্যে বিভা নাহি ছিল
পিতৃগন দুঃখ দেখি বিভা আমি কৈল।

গৃহবাস করিতে না লয় মোর মন
শরীরে না সহে মোর কাহার বচন।
তোর ভগ্নী সত্যকরুক তোমার গোচরে
কখনেহ কোন বোল না বলিবে মোরে।
কিছু কৈলে ত্যাগিব আমার সত্য বানী
বাসুকি বলিল সত্য যাহা বল মুনি।
আমার ভগ্নী অপ্রিয় করিবে যেই দিনে
নিশ্চয়ে করিও ত্যাগ করিল নির্ব্বন্ধনে।
তবেত বাসুকি গৃহ করিয়া নির্ম্মান
রত্নময় গৃহে দিল মনি লয় স্থান।
জরৎকারী সহ মুনি করিল পয়ান
কত দিনে নাগিনীর হইল ঋতুস্নান।
ধরিল নাগিনী গর্ব্ভ মুনির ঔরষে
শশিকলা বাড়ে যেন দিবসে দিবসে।

বহু সেবা করে কন্যা জানি মুনি মন
কর জোড়ে সন্মুখেতে থাকে অনেক্ষণ।
যখন যে আজ্ঞা করে জরৎকার মুনি
আজ্ঞা মাত্রে সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী।
হেন মতে বহু সেবা করে প্রতি দিনে
দৈবে এক দিনে দেখে দিন অবস্নানে।
নিদ্রাযুক্ত মুনি কন্যা ঊরু শির দিয়া
শয়ন করিছে মুনি অচেতন হৈয়া।
নিদ্রা যায় মুনি আইল সন্ধ্যার সময়
দেখিয়া নাগিনী মনে হইল বড় ভয়।
অস্ত গেল দিনকর সন্ধ্যা গেল বৈয়া
না বলিজে ক্রোধ মোরে করিবেন জাগিয়া।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি
হইল পরম চিন্তা এত সব গনি।

যে হওক সে হওক আওক মুনি রাজ
সন্ধ্যা ধর্ম্ম না রাখিলে হইবে অকায।
অবহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে
পঞ্চ মহাপাপ জন্মে তাহার শরীরে।
এত ভাবি জরৎকারী বলিল ডাকিয়া
ওঠ সন্ধ্যা কর প্রভু সন্ধ্যা যায় বৈয়া।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে মুনি ওঠি মহা কোপে
লোহিত লোচন মুখ অধরোষ্ঠ কাঁপে।
অমান্য করিলি মোরে করি অহঙ্কার
এই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর।
জরৎকারী বলে প্রভু মোর নাহি দোষ
না বুঝিয়া কেনে মোরে কর অভিরোষ।
সন্ধ্যা বহি যায় প্রভু সূর্য্য যায় অস্ত
সন্ধ্যা হনে যত পাপ জানহ সমস্ত।

তেকারণে নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম তোমার
তবে ত্যাগ কর মোরে বুঝিয়া বিচার।
মুনি বলে নাগিনী বলিস না বুঝিয়া
আমি সন্ধ্যা না করিলে যাবে কি বহিয়া।
ওরে সন্ধ্যা তোর কিমত বিচার
মোরে না বলিয়া যাই বড় অহঙ্কার।
সন্ধ্যা বলে মুনি রাজ না করহ ক্রোধ
এইত আজিয়ে আমি তব ওপরোধ।
মুনি বলে নাগিনী শুনিলি নিজ কানে
অবজ্ঞা করিলি মোরে জানিল কারণে।
নিশ্চয় তেজিয়া তোরে যাই আমি বলে
পুনরপি না দেখিব তোমার বদনে।
মুনির নিদ্যাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী
কান্দিতে কহে চরনেতে ধরি।

না জানিয়া মুনি রাজ কৈল অপরাধি
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ।
ভাই সব শুনি মোরে হইবে নৈরাশ
তোমারে দিলেক ভাই বড় করি আশ।
মাতৃ শাপে ভ্রাতৃ মনে বড় ছিল ভয়
তোমারে আমাকে দিয়া ঘুচিল সংশয়।
তোমার ঔরষে যেই হইবে সন্তান
তাহা হইতে রক্ষা হবে মোর ভ্রাতৃগণ।
বংশ না হইতে তুমি যাইতে চাহ ছাড়িয়া
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া।
নিশ্চয়ে ছাড়িয়া যদি তুমি যাবে মোরে
শরীর তেজিব আমি তোমার গোচরে।
এত শুনি সদয় হইল মুনিবর
আশ্বাসিয়া কন্যার ওদরে দিল কর।

অস্তিং বলিয়া বুলাইল গর্ত্তে হাত
এই গর্ত্তে আছে পুত্র নাগ কুল নাথ।
এই গর্ত্তে আছে যেই পুরুষ রতন
তোর কুল মোর কুল করিবে রক্ষন।
চিন্তা ছাড়ি যাহ প্রিয়ে নিজ ভ্রাতৃ গৃহে
ভ্রাতৃগনে প্রবোধিবা যেন দুঃখ নহে।
বলিলাম বচন মোর কভু মিথ্যা নহে
তেজিলাম তোমারে আমি কহিলাম নিশ্চয়।

মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মনের পদরজ
কহে কাশী দাস গদাধিরাগ্রজ।
তেজিয়া কন্যার পাশ মুনি গেলা বন বাস
নাগিনী রাখিয়া একাকিনী
অশ্রু জল পূর্ন মুখে করাঘাত হানে বুকে
ভ্রাতৃ স্থানে চলিল নাগিনী।

ক্রন্দন করয়ে শশা মুখে না আইসে ভাষা
দেখিয়া বাসুকি চমকিত
আশ্বাসিয়া নাগ রাজ ভগ্নিকে জিজ্ঞাসে কার্য্য
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত।
ভ্রাতৃর বচন শুনি কহে গদ্‌২ বাণী
আপনার যত বিবরণ
অবধান কর ভাই কিছু মোর দোষ নাহি
মুনি রাজ জাতি গেল বন।
নির্ঘাত সদৃশ বাণী ভগ্নির বচন শুনি
নাগ হইল বিসন্ন বদন
পূর্ব্বেতে মায়ের শাপে সর্ব্বদা শরীর কাঁপে
অতি শীঘ্র জিজ্ঞাসে কারণ।
কহ শীঘ্র ভগ্নি মোরে জিজ্ঞাসিতে লজ্জা তোরে
আপনি জানহ সভ কথা

মাতৃ শাপ ভ্রাতৃগণে বড় ভয় ছিল মনে
ওপায় করিয়া দিল বীতা।
মুনি তেজে তোর গর্ভে যেই পুত্রবর হবে
নাগ কুল করিবেক ত্রাণ
তথির কারণ তোরে চির দিলে রাখি ঘরে
জরৎকারে তোমা কৈল দান।
তোমার যতেক ভ্রাতৃ আমার যতেক পিতৃ
দুই কুল করিবে উদ্ধার
এতেক বলিয়া মোরে মুনি গেল দেশান্তরে
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার।
তেজ ভাই মনস্তাপে চিন্তা নাহি মাতৃ শাপে
কভু নাহি মিথ্যা কহে মুনি
জরৎকারী যত বলি যেন সুধা বৃষ্টি হৈলে
আনন্দতে নাচে সব ফনি।

ওল্লাসিত নাগ রাজা ভগ্নীর করিল পূজা
নানা রত্নে করিল ভূষিতা
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার বহু ভক্ষ উপহার
সেবায় যতেক নিয়োজিত।
তবে ভুজঙ্গম পতি পুছে জরৎকারী প্রতি
কহ ভগ্নী ইহার কারণ
কহ সত্য শশিমুখী কি দোষ তোমার দেখে
মুনি রাজ ছাড়ি গেল বন।
আমি তাহা ভালে জানি বড় ওগু সেই মুনি
বিনা দোষে তেজিয়াছে তোমা
তথাপি কি পাইয়া দোষ করিলেক অতি রোষ
একা গৃহে ছাড়ি গেল রামা।
জরৎকারী বলে ভাই অবধান শুন কই
আজিকার দিন অবসানে

শির দিয়া মোর ওরে নিদ্রা গেল মুনিবরে
অস্ত গেল গগনে তপন।
সন্ধ্যা হত হয় মুনি মনে আমি ভয় গনি
আগরনে পাছে ক্রোধি করে
সন্ধ্যা হীন যেই দ্বিজ মন্ত্র যেন হীন বীজ
একারনে জাগাইলাম তারে।
জাগি ক্রোধে রক্ত মুখে দেখিয়া হৃদয় কাঁপে
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি
আমি সন্ধ্যা না করিতে সন্ধ্যা যাবে কোন মতে
সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি।
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই বলে আমি নাহি যাই
আজিয়ে তোমার ওপরোধে
সন্ধ্যার বচন শুনি ত্যাগ করি গেল মুনি
এই মাত্র আমার অপরাধি।

মুনির বচন শুনি বিস্ময় হইল ফনি
ভগ্নীরে তুষিল মৃদু ভাষে
ভাল হৈল গেল মুনি দুঃখ না ভাবিহ ভগ্নী
থাক গৃহে পরম সন্তোষে।
সহস্রেক সহোদর আর যত অনুচর
সহস্রেক বসুর সহিত
সবিব তোমার পায় সেবিত ঈশ্বরী প্রায়
মোর গৃহে থাক অচিন্তিত।
এত বলি ফনিবর ডাকি সব সহোদর
নিযোজিল করিতে সেবনে
হেন মতে জরৎকারী সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি
রহিলত ভ্রাতৃর সদনে।
গর্ব্ভ বাঢ়ে অহর্নিশি শুক্লপক্ষে যেন শশি
প্রসবিল সময় সংযোগে।

পরম সুন্দর বালা          যেন পূর্ণ শশিকলা
দেখি আনন্দিত সব নাগে।
রূপে গুণে অনুপাম          অস্তিক থুইল নাম
গর্ব্ভ কালে কহি গেল পিতা
বালক হইতে সুত          সকল গুণেতে যুত
বেদ বিদ্যা বুঝে অনুগত।
অস্তিকের জন্ম কথা          অপূর্ব্ব ভারথ গাঁথা
শুনিলে অধর্ম্ম যায় নাশ
কমলাকান্তের সুত          হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস।

সৌতি বলে অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ
কহিব অপূর্ব্ব কথা পুরান বচন।
অবন্তি নগরে দ্বিজ নাম সান্দিপন
তার স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন।

এক শিষ্যে দ্বিজে গাভী কৈল সমর্পণ
গুরু আজ্ঞা পাইয়া গাভী করয়ে রক্ষণ।
কত দিনে বলে গুরু কহ দ্বিজবর
বড় পুষ্ট দেখিয়ে তোমার কলেবর।
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্য বাণী
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি জোড় পাণি
গাভীগণ দোহনান্তে পীয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে যাইয়ে আমি করিয়া দোহন
গুরু বলে এত দিনে তদন্ত পাইল
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল
আর কভু তুমি না করহ হেন কায
গাভী দুহি খাও তুমি মুখে নাহি লাজ।
গুরু আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া
কত দিনে পুন তারে কহিল ডাকিয়া।

উচিত কহিতে দ্বিজ না হইও রুষ্ট
পুনশ্চ তোমারে বড় দেখি হৃষ্ট পুষ্ট।
গাভী দুগ্ধ পুন পায় তুমি কর পান
শিষ্য বলে গোঁসাই করহ অবধান।
যেই হইতে তুমি মোরে করিলা বারণ
ভিক্ষা করি করি নিত্য ওদর ভরণ।
গুরু বৈদ্য ভিক্ষাকরি পূরহ ওদরে
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দেহ মোরে।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল দ্বিজবর
পুন জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর।
কহ দ্বিজ বড় পুষ্ট দেখি তব কায়
কি খাইয়া রহিয়াছ কহিবা আমায়।
দ্বিজ কহে গাভী রাত্রি অরণ্য ভিতর
রক্ষক কিছু দিয়া আমি যাইয়ে নগর।

দিবসের যত ভিক্ষা দেই তব গৃহে
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ওদর ভরিয়ে।
হাসিয়া বলিল গুরু এ কোন বিচার
শেষ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার।
রাত্রি দিবা যত পাও আনি দিবা মোরে
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বন ঘোরে।
ক্ষুধায় আকুল আত্মা ভ্রমে বনে বন
অর্কের কমল পত্র করয়ে ভক্ষন।
বড়ই দুর্ব্বল হইল ক্ষীর্ণ হৈল কায়
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায়।
ভ্রমিতে২ দেখ দৈবের লিখন
নিরোদক কূপ মধ্যে পড়িল ব্রাহ্মন।
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল
গৃহেতে আইল সব গোধনের পাল।

শিষ্য না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর
অন্বেষনে গেল দ্বিজ অরণ্য ভিতর।
কোথা গেলা ওদ্দানক ডাকে দ্বিজবর
ওদ্দানক বলে আমি কূপের ভিতর।
গুরু বলে ওদ্দানক পড়িলা কি মতে
ওদ্দানক বলে চক্ষে না পাই দেখিতে।
অর্ক পত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হইল
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল।
দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুই জন
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাহাকে স্মরন।
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল
ততক্ষনে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল।
কূপ হৈতে উঠিয়া বসিল গুরু পদে
সন্তোষ হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদে।

চারি বেদ যত শাস্ত্র যানহ সকলে
যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম মঙ্গলে।
আজ্ঞা পাইয়া গেল দ্বিজ পরম আনন্দে
সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত হইল গুরু অশীর্ব্বাদে।
তবেত দ্বিতীয় শিষ্য নাম সন্তাপন
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ।
ধান্য ক্ষেত্র জল যায় বাহির হইয়া
যত্ন করি আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া।
আজ্ঞা পাই সন্তাপন করিল গমন
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন।
দন্তেতে খুদিয়া মাটী বাঁধিলেতে ফেলে
রহিতে না পারে, মাটী অতি বেগ জলে।
পুনপুন সন্তাপন করিল যতন
না পারিল ক্ষেত্র জল করিতে রক্ষন।

জল সব যায় গুরু পাছে ক্রোধ করে
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধাল ওপরে।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী
না আইল শিষ্য দ্বিজ চলিল আপনি।
ক্ষেত্র মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর
শিষ্য বলে শুইয়া আছি বান্ধের ওপর।
বহু যত্ন কৈল জল নহিল বন্ধন
আপনি শুইলাম বান্ধে জলের কারণ।
শুনিয়া বলিল গুরু আইস উঠিয়া
শীঘ্র আসি গুরু পায় প্রণমিল গিয়া।
আশীস করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারবেদ যত শাস্ত্রে হওক তব জ্ঞান।
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর।

পুণ্য কথা ভারথের শুনে পুণ্যবান
কাশীরাম দাসে কহে ভব পরিত্রাণ।

ওতথ্য তৃতীয় শিষ্য পঠে গুরু স্থানে
কত দিনে গেল গুরু যজ্ঞ নিমন্ত্রনে।
ওতথ্য বলিল গুরু থাক তুমি ঘর
কিছু নষ্ট যেন নহে থাকিবা গোচর।
এত বলি গেল দ্বিজ যথা যজ্ঞ স্থান
কত দিনে গুরু পত্নী কৈল ঋতু স্নান।
ওতথ্যে আনিয়া তবে ব্রাহ্মণী বলিল
তোমারে সমর্পে গৃহ তব গুরু গেল।
কোন দ্রব্য নষ্ট যেন না হয় কদাচন
ঋত নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষন।
শুনিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল ওতথ্য
ওদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয়ে আতথ্য।

কি করিব কি হইবে ইহার উপায়
গৃহ রক্ষা হেতু গুরু রাখিল আমায়।
ঋতু রক্ষা কর্ম্ম এই না হয় আমার
পরদার মহা পাপ তাহে গুরু দার।
এত চিন্তি ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস অন্তর।
ওতথ্য ব্রাহ্মণীর তাপ হৃদয়েতে জাগে
একান্তে কহিল তাহা ব্রাহ্মণের আগে।
যখন ওতথ্যে গুরু দক্ষিণা যাচিব
আমা স্থানে পাঠাইবা আমি মাগি লব।
তবে দ্বিজ জানিল এসব বিবরণ
তুষ্ট হইয়া ওতথ্যে বলিল ততক্ষণ।
যাহ দ্বিজ সর্ব্ব শাস্ত্রে হও তুমি জ্ঞাত
শুনিয়া ওতথ্য কহে করি যোড় হাত।

আজ্ঞা কর গোঁসাঞি দক্ষিণা কিছু দিব
গুরু বলে আমিত তোমায় না মাগিব।
যদি দিবা দেহ গুরুপত্নী যাহা মাগে
এত শুনিগেল দ্বিজ গুরুপত্নী আগে।
দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি যোড় পানি
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী।
পৌষ্য নৃপতির ভার্য্যার শ্রবণ কুণ্ডল
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল।
সপ্ত দিন ভিতরে আনিয়া দিবে মোরে
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোমারে।
এত শুনি ওতঙ্গ গুরুরে নিবেদিল
যাহ নির্ব্বিঘ্নে আইস গুরু আজ্ঞা দিল।
গুরুকে প্রণমি তবে ওতঙ্গ চলিল
কত দূর পথে এক বৃষভ দেখিল।

পুরীষ করিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া ।
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ
হইব তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ ।
উতঙ্ক বলিল হেন নহে কদাচন
অসম্মান পথে প্রিয় নাহি প্রয়োজন ।
বৃষ বলে অসম্মান নহে দ্বিজবর
গুরু দোহাই তোমার খাও এ গোবর ।
গুরু আজ্ঞা শুনি দ্বিজ খাইল গোবর
গুরু আজ্ঞা শুনি দ্বিজ খাইয়া সত্তর ।
তথা হইতে চলি গেল পৌষ্য নৃপ ঘর
মাগিল কুণ্ডল যুগ্ম নৃপতি গোচর ।
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে
কর্ণ হইতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে ।

কর্ণ হইতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রাণী
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেল দ্বিজমণি।
যেইক্ষণ হইতে কুণ্ডল দ্বিজ পাইল
সেইক্ষণে তক্ষক তাঁহার সঙ্গ নিল।
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি
পাছে২ হইয়া থাকে সন্যাসি মুরতি।
কত পথে ওত্তপ দেখিয়া সরোবর
স্নানেতে নামিল বস্ত্র থুইয়া ওপর।
বসন ভিতরে দ্বিজ কুণ্ডল থুইল
ছিদ্র পাইয়া তক্ষক কুণ্ডল হরি নিল।
ওত্তপ থাকিয়া দেখে জলের ভিতরে
সন্যাসি কুণ্ডল লইয়া পশিল বিদারে।
তেজিয়া যে স্নান দ্বিজ বাঁয় মুক্ত চুলি
বিদারের দ্বার দেখে না পৈশে অঙ্গুলি।

ওপায় না দেখি মুনি বিষাদিত মন
নখেতে বিদার দ্বার করয়ে খনন।
এ সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দরে
ব্রাহ্মনের দুঃখে দুঃখ হইল অন্তরে।
সেই দণ্ডে নিজ বজ্র কৈল নিযোজন
বিদারের দ্বার মুক্ত হইল তৎক্ষন।
পাতালে প্রবেশ গিয়া ওতঙ্গ করিল
নিখনে অনেক কথা যতেক দেখিল।
চন্দ্র সূর্য্য গতায়াত গ্রহ তারাগন
মাস বর্ষ ষড়ঋতু সবার সদন।
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল ভিতরে
না দখি এ সন্যাসিরে গেল কোথাকারে।
হেন কালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্যানর।
হে ওতঙ্গ ব্রাহ্মন আমার বাক্য ধর।

গুরু জানি মোরে করহ বিশ্বাস
শ্রেয় হবে মোর গুহ্যে করহ বাতাস।
গুরু নাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল
কিছু না পাইয়া মুখে ফুঁক গুহ্যে দিল।
গুহ্যে ফুঁক দিতে বিষ বাহিরাইল মুখে
বিষময় সকল করিল নাগ লোকে।
প্রলয়ের প্রায় হৈল ঘোর অন্ধকার
বিস্ময় হইয়া নাগ করিল বিচার।
বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ
কি হেতু হইল বিষ জিজ্ঞাসে কারণ।
চর মুখে বৃত্তান্ত পাইল ততক্ষণ
তক্ষকে আনিয়া বহু করিল গর্জ্জন।
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল ব্রাহ্মণ হওক সুখী
এত বলি আনি তোষ করিল বাসুকি।

কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্ব স্থানে
পৃষ্ঠে করি অশ্ব লইয়া থুইল ব্রাহ্মণে।
সপ্ত দিন পূর্ণে আইল গুরুর গৃহেতে
দেখে গুরুপত্নী ক্রোধে আছে জল হাতে।
মুখেতে নির্গত হৈতেছিল শাপ বানী
হেন কালে গুতঙ্ক দিলেন যুগ্ম মনি।
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্ট ব্রাহ্মণী হইল
গুতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল।
গুরু বলে যেই বৃষ দিলেক গোবর
বৃষ নহে অমৃত দিলেক পুরন্দর।
সন্যাসির বেশে যেই লইল কুণ্ডল
তক্ষক বিমুখ দ্বারে গেল রসাতল।
অশ্ব রূপে যে তোমার কৈল উপকার
অশ্ব নহে অগ্নি ইষ্ট সহজে আমার।

এত শুনি ওতঙ্কের হৃদয়ে হইল তাপ
বিনা দোষে দুষ্ট মোরে দিল দুঃখ সাপ।
তার সমোচিত ফল দিব আমি তারে
এত শুনি বিদায় মাগিল দ্বিজবরে।
গুরু প্রদক্ষিন করি করিল গমন
যথা রাজা জন্মেজয় চলিল ব্রাহ্মন।

ব্রাহ্মন দেখিয়া রাজা করিল বন্দন
জিজ্ঞাসিল মুনিবর কেন আগমন।
দ্বিজ বলে নৃপতি করহ কোন কর্ম্ম
পিতৃ বৈরি না সাধিলে নহে পুণ্য ধর্ম্ম।
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার।
তাহার উচিত রাজা করিতে জুয়ায়
সর্প কুল বিনাশিতে করহ উপায়।

গুতঙ্গি বচন শুনি রাজা জন্মেজয়
মন্ত্রীগনে জিজ্ঞাসিল হইয়া বিস্ময় ।
কহ সত্য মন্ত্রীগন ইহার কারন
তক্ষক দংশনে হইল পিতার মরন ।
ব্রহ্ম শাপে যেন পিতা সবে হেন জানি
তক্ষক এমত কৈল কভু নাহি শুনি ।
রাজার এমত বাক্য শুনি মন্ত্রীগন
কহিতে লাগিল তবে কথা পুরাতন ।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সাধু সদা করে পান ।

মন্ত্রীগন বলে রাজা কর অবধান
প্রতাপে তোমার বাপ পাণ্ডব সমান ।
মৃগয়া করিতে রাজা সদা ভ্রমে বনে
এক দিন হইল তথা দৈবনির্ব্বন্ধনে ।

বিন্ধিয়া হরিণ রাজা পাছেং ধায়
আচম্বিতে দ্বিজ এক দেখিল তথায়।
ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তারে
মৌনে ছিল রাজায় কিছু না দিল উত্তরে।
ক্রোধে মৃত সাপ তার জড়াইল গলে
কিছু না বলিল মুনি রাজা আইল ঘরে।
শৃঙ্গী নামে ঋষিপুত্র দিল শাপ বানী
সপ্তম দিবসে তোরে দংশিবেক ফনি।
পুত্রে শাপ দিল পিতা হইল দুঃখিত
রাজাকে পাঠাইল দূত জানাতে তুরিত।
বার্ত্তা পাইয়া করিলেন তাহার উপায়
সপ্তম দিবস কথা কহি শুন রায়।
কস্যপ নামেতে মুনি সর্প মন্ত্রে গুনী
রাজারে দংশিবে সর্প লোক মুখে শুনি।

রাজ্যেতে আসিতেছিল হস্তিনা নগরে
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে।
নিজ নিজ গুণ পরিক্ষিতে দুই জনে
ভস্ম হইয়া গেল বৃক্ষ তক্ষক দংশনে।
পুনরপি কস্যপ বাঞ্ছিল মন্ত্রবলে
তেকারণে ধন তারে অনিবর দিলে।
ধন পাইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল
কপটে তক্ষক আসি দংশন করিল।
এত শুনি নৃপতি পুছিল আরবার
সত্য কহ শুনিয়া করিব প্রতিকার।
কস্যপে তক্ষকে বল হইল তখন
এ সকল বার্ত্তা কহিলেক কোন জন।
মন্ত্রীগণ বলে সর্প যে বৃক্ষ দংশিল
কাষ্ঠ হেতু সেই বৃক্ষে এক জন ছিল।

বৃক্ষের সহিত সেই ভস্ম হইয়া গেল
পুনরপি বৃক্ষের সহিত সে জীবিল।
দেখিল শুনিল যত কহিল নগরে
এত শুনি নৃপতি কপালে কর করে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করয়ে ক্রন্দন
গদ্‌গদ ভাষে রাজা বলেন বচন।
আশ্চর্য্য শুনিল যত কস্যপের কথা
মন্ত্র বলে রাখিতে পারিল মোর পিতা।
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল
তক্ষক আমার বৈরি এবে সে জানিল।
বিপ্রের বচনে আমি করিল দংশন
কস্যপেরে ফিরাইল কিসের কারণ।
ধন দিয়া করে লোক লোকের উপকার
ধন দিয়া মোর বাপে করিল সংহার।

ক্ষনেক থাকিয়া রাজা কহে মন্ত্রীগনে
সত্য কহিলেক যত ওতঙ্গ ব্রাহ্মনে।
ওতঙ্গের প্রেয় আর প্রিয় পিতৃ কর্ম্ম
হিংশিব নাগের কুল মোর এই ধর্ম্ম।
এতেক বলিয়া রাজা আনি পুরোহিত
আর যত দ্বিজগন আনিল ত্বরিত।
সভারে কহিল রাজা নিজ প্রয়োজন
মোর পিতৃবৈরি যত সর্পগন।
সর্প বিনাশিতে বুদ্ধি আছয়ে আমার
সবংশ সহিত নাগ করহ সংহার।
বিষ জালে যেমত পুড়িল মোর বাপ
সেই রূপ অগ্নিতে পোড়াও সব সাপ।
বিপ্রগন বলে রাজা আছয়ে উপায়
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায়।

তোমার নামেতে মন্ত্র আছে বেদ মতে
তোমা বিনা নাহি শক্তি অন্যের করিতে।
এত শুনি নরপতি আনন্দিত মন
আজ্ঞা দিল মন্ত্রীগণে যজ্ঞের কারণ।
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত মন্ত্রীগণ
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল ততক্ষণ।
পত্রেতে লিখিল দ্রব্য বলে মন্ত্রীগণে
দেশ দেশান্তর হইতে আনে সর্ব্ব জনে।
সঙ্কল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান
শিল্পকারে যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ।
যজ্ঞকুণ্ড করিল সে শিল্প বিচক্ষণ
রাজারে ভবিষ্য কথা কৈল নিবেদন।
যে দেখিলাম রাজা যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হবে
ব্রাহ্মণ হইতে তব যজ্ঞ বিঘ্ন হবে।

শুনি নরপতি তবে বলে দ্বারিগণে
যজ্ঞ কালে আসিতে না দিব কোন জনে।
মহা ভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশি২
আনাইল যজ্ঞ হেতু কত দ্বিজ ঋষি।
হোতা চণ্ড ভার্গব নামেতে দ্বিজবর
সদাচারি বৃত্তি দ্বিজ আইল বিস্তর।
ঋষি সে নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল
ঔর্দ্ধানক শৌনক আইল দেবল।
বিপ্রগণ বেদ মন্ত্রে জ্বালিল অনল
লইয়া নাগের নাম যজ্ঞকুণ্ডে তুল।
পর্ব্বত প্রমাণে অগ্নি দেখি লাগে ভয়
মন্ত্র বলে আসি কুণ্ডে পড়ি ভস্ম হয়।

আকাশে থাকিয়া যেন মেঘে বৃষ্টি করে
বৃষ্টি ধারাবৎ পড়ে অগ্নির উপরে।
হাহাকার শব্দ হৈল নগরে নগরে
প্রলয় সমুদ্র শব্দ কান্দে উচ্চস্বরে।
আপন ইচ্ছায় উঠে আকাশ উপরে
নানা বর্নে নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতরে।
কেহ অশ্ব কেহ উষ্ট্র কেহ হস্তীর প্রায়
কেহ কৃষ্ণবর্ন কেহ শুক্লবর্ন কায়।
জল মধ্যে গর্ত্ত মধ্যে কোটরে প্রবেশে
যজ্ঞ স্থানে টানি বান্ধি আনে মন্ত্র পাশে।
একশত দুইশত পঞ্চশত শির
পর্ব্বত জিনিয়া কারো বিপুল শরীর।
মস্তকে নাঙ্গুড় ফিরে জিহ্বা নড়বড়ি
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি।

সঘনে নিশ্বাস জাড়ে হইয়া ব্যাকুলে
মহানাদে গর্জ্জি সব পড়য়ে অনলে।
দুর্গন্ধ হইল যত পুরিল সংশার
অদ্ভুত দেখিয়া সভে হৈল চমৎকার।
যখনে প্রতিজ্ঞা কৈল রাজা জন্মেজয়ে
ইন্দ্র স্থানে তক্ষক লইল শরন ভয়ে।
কহিল বৃত্তান্ত যত যজ্ঞের কারন
জন্মেজয় যজ্ঞে করে সর্পের নিধন
প্রান ভয়ে শরন লইল সুরেশ্বরে
শুনিয়া নির্ভয় তাঁরে দিল পুরন্দরে।
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল
এথাতে নাগের কুল উচ্ছন্ন হইল।
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ
চমকিত হইল বাসুকি নাগ রাজ।

ভয়েতে কম্পিত তনু মুর্চ্ছা ঘনেঘন
শীঘ্রগতি ভগ্নীরে করিল নিবেদন।
দেখ ভগ্নী এই সব নাগের সংহার
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখিয়ে তোমার।
নাগ বংশ রক্ষা হেতু তোমার নন্দন
পুত্রে কহি রাখ শেষ আছে যেই জন।
মায়ের শাপেতে যেই চিত্তে ছিল ভয়
সেই কালে হৈল এই নাগের প্রলয়।
ভ্রাতৃর আকুল দেখি কাঁদয়ে নাগিনী
পুত্রে আনিয়া কহে সকরুন বানী।
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মায়ের শাপ
সেই হেতু আমায় দিলেক তোর বাপ।
আমার ভ্রাতৃগন হয় মাতুল তোমার
এ মহা প্রলয়ে প্রান রাখহ আমার।

আস্তিক বলিল মাতা কাঁন্দ কি কারণ
যে আজ্ঞা করিবা তাহা করিব এখন।
জরৎকারী বলে যজ্ঞ কৈল জন্মেজয়
মন্ত্র বলে সকল ভুজঙ্গ কৈল ক্ষয়।
মরিজে মাতুল বংশ করিতে উদ্ধার
তোমা বিনে রাখে হেন কেহ নাহি আর।
আস্তিক বলিল মাতা না কর বিষাদ
এখনি খণ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ।
বাসুকিরে বলে তুমি থাকহ নির্ভয়
এখনি করিব ত্রাণ নাহিক সংশয়।
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত
জন্মেজয় যজ্ঞ স্থানে হইল উপনিত।
প্রবেশিতে না দেয় দ্বারি রাখিল বাহিরে
ক্রোধেতে আস্তিক কহে কম্প ওষ্ঠাধরে।

দুষ্মন হেলন কর মুঢ় দুরাচার
নাহি জান এই হেতু হইবে সংহার।
আস্তিকের কোধি দেখি দ্বারি কম্পবান
দ্বার ছাড়ি পুনামিয়া হইল নম্রবান।
তথা হৈতে গেল অস্তিক যথা যজ্ঞ স্থান
বেদধ্বনি করি সভা কৈল কম্পবান।
যত সভার দ্বিজগণে করিল বন্দনে
নৃপতিরে বলে তবে আশীষ বচনে।

মহাভারথের কথা অমৃত লহরি।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি।

আইল অস্তিক মুনি করি মহা বেদধ্বনি
জন্মেজয়ে করিল কল্যান
ধন্য যত চন্দ্রবংশ হেন পুত্র অবতংশ
ক্ষেত্রি মধ্যে না দেখি সমান।

দেখিল শুনিল কত　　যজ্ঞ হৈল যত যত<br>
　কারে দিব ইহার তুলনা<br>
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম　　কুবের বরুণ সোম<br>
　আর যত না যায় গণনা।<br>
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি　　বসুদেব মহামতি<br>
　শ্বেতবাহু লক্ষ যজ্ঞাতে<br>
মান্ধাতা মরুৎ নৃপ　　বিখ্যাত যুগের মত<br>
　দক্ষিণ সগর দাসরথী।<br>
ইক্ষাকু ভরথাত্মজ　　রাজা শিব শিখী কুজ<br>
　নানা যজ্ঞ করিল বহুল<br>
কেহ শত কেহ ত্রিশ　　কেহ ষষ্ঠী কেহ বিংশ<br>
　এক যজ্ঞ নহে সমতুল।<br>
পুত্র সহ ব্যাস ঋষি　　যাহার সভায় বসি<br>
　যজ্ঞ হেতু শিষ্য গেল লৈয়া

সাক্ষাত হইয়া যাহে    বৈশ্বানর হবি খায়
 শিখা যায় প্রদিক্ষন হৈয়া ।
ধন্য২ জন্মেজয়    নহি হবে নাহি হয়
 তুলনা নাহিক ভুমণ্ডলে
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির    ধনুর্ব্বেদে রঘুবীর
 কীর্ত্তি ভগিরথ সমতুলে ।
তেজে সূর্য্য সম প্রভা    রূপে যেন কামদেবা
 ব্রতাচারী ভীষ্মের সমান
ধৈর্য্যেতে বাল্মিক মুনি    ক্ষমায় বশিষ্ঠ গনি
 দক্ষে বৈভবে বলবান ।
আস্তিক বচন শুনি    জন্মেজয় বলে গুনি
 মন্ত্রীগনে বলেন বচন
বালক দ্বিজের সুত    কথা কহে বৃদ্ধ মত
 যত২ পূর্ব্ব পুরাতন ।

যাহা যাহা দিব আমি গো অন্ন কাঞ্চন ভূমি
দ্বিজবরের পুরাইব আশ
যাগী শিশু যেই মনে মনোনিত মোর স্থানে
এত বলি করিল আশ্বাস।
এত শুনি হোতাগণে বলিল রাজার স্থানে
নহে এই দানের সময়
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি করি তক্ষক পিতৃ বৈরি
যাবৎ আনলে ভস্ম নয়।
শুনি রাজা বলে দ্বিজে রাগিয়াছ কোন কাজে
অদ্যাপিহ তক্ষক দারুণ
দ্বিজে বলে নৃপমণি তক্ষক দারুণ গুণি
দেবরাজে লৈয়াছে শরণ।
শুনি নৃপতি মহাকোপে দশনে অধর চাপে
বলিল যতেক দ্বিজগণে

ইন্দ্র রাখে মোর বৈরি তাহার সহিত করি
তক্ষকেহ লও হুতাশনে।
নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া স্রুবদণ্ড হাতে লৈয়া
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে রথে চড়ি দেবরাজে
দেবগণে সঙ্গতি চলিল।
অপ্সরি অপ্সর যত বাদ্য গীতে হৈয়া রত
মন্ত্র পাশে হইয়া বন্দিত
কমলা কান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
কাশীরাম দাসে বিরচিত।

সূর্য্য মণ্ডলেতে শুনি নৃত্য গীত নাদ
যত যজ্ঞ হোতাগণ গনিল প্রমাদ।
নৃপতির ক্রোধ বাক্য কৈল কোন কায
সর্ব্বনাশ হবে আজি মরিবে দেবরাজ।

এত চিন্তি হোতাগিন করিল বিচার
ইন্দ্র জাত তক্ষকে আকর্ষে আরবার।
তক্ষক পুত্তায়ে ইন্দ্র ওত্তরিতে ভরি
স্মরন রক্ষন হেতু আছে কাঁন্দে করি।
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতনে
ইন্দ্র হইতে ছাড়াইল মন্ত্রের বন্ধনে।
আইসে তক্ষক নাগ করিয়া গর্জ্জন
সঘনে নিশ্বাস ঘোর করিয়া ক্রন্দন।
মূর্ত্তিমানে বায়ু যেন ফিরিয়ে আকাশে
অবস হইয়া নাগ অন্তরিক্ষে আইসে।
মাতুল অনলে পোতে অস্তিক আনিল
অন্তরিক্ষে তিষ্ঠ বলি অস্তিক বলিল।
শূন্যেতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে
সঘনে কম্পিত তক্ষক ব্রহ্মমন্ত্র বলে।

অস্তিক বলিল রাজা হও কৃপাবান
আজ্ঞা কর নৃপতি মাগিয়ে আমি দান।
রাজা বলে দ্বিজ শিশু বৈসহ সভায়
যে মাগিবা দিব আমি বল্যাছি সভায়।
যজ্ঞ পূর্ণ দিব পিতৃবৈরি দুরাচার
এই মাত্রে মুখর্ত্তেকে বিলম্ব আমার।
অস্তিক বলিল যদি তক্ষকে পোড়াবে
তবে তুমি মোরে আর কোন দান দিবে।
অস্তিকের বাক্য শুনি রাজা চমৎকার
রাজা বলে যাহা চাহ দিব আমি আর।
অস্তিক বলিল রাজা কর অবধান
ইহা বিনা তোমারে না মাগি আমি দান।
রাজা বলে দ্বিজ হেন না বলিহ আর
মোর পিতৃবৈরি সে তক্ষক দুরাচার।

তার হেতু মৈল দেখ ভুজঙ্গ সকল
তারে না মারিলে যত করিল বিফল ।
তাহার নিধনে তুমি না হও বাধক
অন্য যাহা ইচ্ছা মোরে মাগহ বালক ।
আস্তিক বলিল রাজা তুমি সুপণ্ডিত
তোমারে বুঝাবে অন্য না হয় উচিত ।
আয়ু শেষে যমে নিল তোমার জনক
অকারণে অপরাধী করহ তক্ষক ।
অসংখ্যা ভুজঙ্গগণে করিল সংহার
অহিংসক জনে মাইলা না করি বিচার ।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখিয়ে তোমার
নিশেধ না করে কেহ জীবের সংহার ।
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন
রাজারে বলিল তবে যত সভা জন ।

আপনি বলিলা ব্যাস ডাকিয়া রাজারে
ব্রাহ্মণেরে পূর্ব্বোই করহ নরবরে।
নিবর্ত্ত করহ যজ্ঞ সভে বলে ডাকি
ব্রাহ্মণ বালকে রাজা না কর অসুখি।
নিবর্ত্ত২ বলি হইল মহা ধ্বনি
নিশেষে করিল যজ্ঞ নৃপতি আপনি।
সর্প যজ্ঞ নরপতি কৈলা নিবারণ
অস্তিকের পূজা কৈল দিয়া বহু ধন।
নানা দানে তুষিলেক যত দ্বিজগণ
নিজ২ দেশে সভে করিল গমন।
অস্তিকে বলিল রাজা করিয়া মেলানি
অশ্বমেধ কালেতে অসিবা দ্বিজমনি।

তবেত অস্তিক গেল আপনার ঘর
কহিল বৃত্তান্ত মাতা মাতুল গোচর।

শুনিয়া বাসুকি নাগ হইল আনন্দিত
নাগ লোকে উৎসব হইল অনুমিত।
যে কিছু আছিল নাগ একত্র হইয়া
পূজা কৈল অস্তিকের বহু রত্ন দিয়া।
পুন জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়
বর দিব যাগি তুমি যেই মনে লয়।
অস্তিক বলিল যদি সভে দিবে বর
এই বর যাগি আমি সভার গোচর।
প্রতি সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে
নাগগণ হইতে তার সংশয় নহিবে।
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ
নাগ হইতে কভু ভয় নহিবে সে জন।
এ সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন
সত্য কর তবে তার নিশ্চয় মরণ।

ফাটিবেক শির যেন শিরিষের ফল
অস্তিকের বাক্যেতে যেই করিবে হেল।
দিল বরদান বলি বলে নাগগণে
নিকটে না যাব কেহ তোমার স্মরণে।

আদিপর্ব্বে ভারথের বিচিত্র উপাখ্যান
কাশীদাস বিরচিল শুনে পুণ্যবান।

সৌতি বলে তবে পরিক্ষিতের নন্দন
ডাকিয়া আনিল যত পাত্র মিত্রগণ।
সভারে বলয়ে রাজা করিয়া বিলাপ
না হইল দূর মোর হৃদয়ের তাপ।
আপনার চিত্তে আমি করিলাম বিচার
দ্বিজ বিনা শত্রু মোর কেহ নহে আর।
ধর্ম্মশীল তাত মোর জগতে বিখ্যাত
বিনা অপরাধে শাপ দিলেক নির্ঘাত।

পিতৃ বৈরি বিনাশিতে বহু চেষ্টা কৈনুঁ
তাহে পুন দ্বিজ আসি বাধক হইল ।
শাপেতে মারিল পরিক্ষিত নরবর
মারিতে রাখিল পুন তক্ষক পামর ।
মোর রাজ্য বসিয়া এতেক অহঙ্কার
দ্বিজের কুরিত অঙ্গে শহ্য নহে আর ।
ক্রোধানলে মোর অঙ্গ হইছে দাহন
হেন মনে হয় সব মারিব ব্রাহ্মন ।
পূর্ব্বে কার্ত্তিকবীর্য্য কৈল দ্বিজ বংশ
ওদর চিরিয়া মারিলেক ভৃগু বংশ ।
সেই মত দ্বিজ সব করিব সংহার
যে হওক এই সত্য বচন আমার ।
নৃপতির বাক্য শুনি সভে স্তব্ধ হইল
যত পাত্র মিত্রগন ওত্তর না দিল ।

রাজা বলে কেহ কেন না দেহ উত্তর
মন্ত্রিগণ বলে অবধান নরবর।
বিষয় বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে
কে দিবেক যুক্তি রাজা দ্বিজ বিনাশিতে।
কহিলা যে কার্ত্তিকবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণ।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবন।
সেই ভৃগু কুলে জন্ম রাম ভগবান।
ক্ষেত্রির শোনিতে ক্ষিতি করাইল স্নান।
ক্ষেত্রি বলি পৃথিবীতে না রহিল আর
ব্রাহ্মণ ঔরষে পুন হইল সঞ্চার।
বচনে সৃজন করে বচনে পালন
ক্ষণেকেতে করে ভস্ম যাহার বচন।
অগ্নি সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতিকার
ব্রাহ্মণের কোপে রাজা নাহিক নিস্তার।

এক যুক্তি চিত্তাতে আইসে নৃপমনি
উপায় করিয়া দ্বিজ বীর্য্য কর হানি।
কুশোদকে দ্বিজের পবিত্র হয় অঙ্গ
কুশ বিনে হইবেক কর্ম্ম অঙ্গ ভঙ্গ।
হীন তেজে হইবে দ্বিজের বীর্য্য হীনে
পশ্চাত করিব দণ্ড আনে দ্বিজগনে।
রাজা বলে ভাল যুক্তি কৈলা সর্ব্বজন
এ মত নাশিব দ্বিজ লৈল মোর মন।
এত বলি নর পতি আনে দূতগন।
তত্ক্ষনে ডাকিয়া আনিল কোড়াগন।
সব কোড়াগন তোরা চতুর্দ্দিগে যাহ
পৃথিবীর যত কুশ বাঁধিয়া ফেলহ।
মন্ত্রিগন বলে রাজা এ নহে বিচার
রাজা নষ্ট করে কুশ বলিবে সংসার।

না খুদিলে মরিবেক করিব ওপায়
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আনি দেহ ত্বায়।
এই সব দ্রব্য চালিবেক কুশ মূলে
স্বাদে পিপিলিকা গিয়া খাইবে।
পিপিলিকা কুশ মূল কাটিয়া পাড়িবে।
কার্য্য সিদ্ধি হবে হিংসা কেহ না জানিবে
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল ততক্ষন
চারি ভিতে চলিল যতেক দূতগন।
রাজ্যং বার্ত্তা কৈল যত অনুচরে
মারিল সকল কুশ দেশ দেশান্তরে।

মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মনের পদরজ
কহে কাশীদাস গদাধর অনুজ।

কুশ না মিলিল দ্বিজ হইল চমৎকার
স্থানে বসি সভে করেন বিচার।
এত সব করিল জানিল ব্যাস মুনি
নৃপতিকে বুঝাবারে চলিল আপনি।
ব্যাস দেখি আনন্দিত জনেজয় রাজা
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তার বহু কৈল পূজা।
আনন্দিত মুনি বসিল আসনে
নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে।
বদরিকাশ্রমেতে শুনিলাম সমাচার
ব্রাহ্মণ হিংসন কর কিমত বিচার।
সর্ব্ব বিদ্যা বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা মন
যার ক্রোধে যাদু কুল হইল বিনাশ
যার ক্রোধে হইল নষ্ট সগরের বংশ।

যার ক্রোধে কলঙ্কি হইল কলানিধি
যার ক্রোধে লবন হইল জলনিধি।
যার ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ
যার ক্রোধে ভগাঙ্গি হইল সহস্রাক্ষ।
পূর্ব্বতে যতেক তব পিতামহগণ
যারে সেবি বিজই হইল ত্রিভুবন।
হেন জন সহ হিংসা কর কিকারণ
শুনিয়া বলিল রাজা নিজ নিবেদন।
বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাসি
পিতৃ বৈরি মারিতে বাবিক হৈল আসি।
এই হেতু ক্রোধি অঙ্গে হইতেছে আমার
নিজ দুঃখ নিবেদন অগ্রেতে তোমার।
ব্যাসদেব বলে ধৈর্য্য হও নরপতি
ক্রোধে ধর্ম্ম নাশ করে বিনাশে বিভূতি।

ব্রাহ্মণেরে ক্রোধি রাজা কর অকারণ
ভবিষ্যত খণ্ডন না হয় কদাচনে।
তোমার জনকের জন্ম হইল যখন
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্র বিজ্ঞ জন।
নানা যজ্ঞ বীর্য্য করিবেক অপ্রমিত
ভুজঙ্গ দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত।
আমার বচনে স্থির হও নৃপবর
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করিহ আর।
কে খণ্ডিতে পারে রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
অকারণ না বুঝি ব্রাহ্মণ দিল দ্বন্দ।
ব্যাসের মুখেতে রাজা শুনিয়া বচন
ভাবিয়াত কুশ হিংসা কৈল নিবারণ।
মহা ভারথের কথা অমৃত সমান
কাশী রাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান।

রাজা বলে অকারণ কৈল আমি এত
কুষ্টি অহিংসক সর্প কৈল আমি হত।
এ পাপ নরক হইতে না দেখি নিস্তার
কহ মুনি কিমত ইহাতে পাব পার।
জাতিবধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ
অশ্বমেধ করি পাপ হইল মোচন।
আমি ও করিব সেই বাজিমেধ যজ্ঞ
শুনি নিশেষিল ব্যাস সকল শাস্ত্রজ্ঞ।
রাজা বলে মুনি কেলে করহ নিশেধ
পিতৃ পিতামহ মোর কৈল অশ্বমেধ।
অক্ষম জানিয়া মোরে নিশেধিহ প্রায়
সাক্ষাত কহিব যজ্ঞ করিব নিশ্চয়।
মুনি বলে ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মতে
বাজিমেধ নাহি রাজা এ কলি যুগেতে।

মাংস শ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ
দেবর হইতে পুত্র করিতে নিশেধ ।
অবশ্য করিব যজ্ঞ বলে মহা রাজ
মোরে বিঘ্ন করিতে কে আছে ক্ষিতি মাঝে
মুনি বলে করহ যে তব মনে লয়
কি মত কহিব আমি বেদে নাহি কয় ।
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান
নৃপতি করিল তবে যজ্ঞের বিধান ।
যজ্ঞ অশ্ব নিযোজিল সেনাপতিগণ
বহু দেশ দেশান্তর করিল ভ্রমণ ।
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল
যত রাজাগণ বলে জিনিয়া আনিল ।
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে ।

বপুষ্টয়া রানী সহ আছে নৃপবর
আসি পত্রবৃত্তি আচরিয়া সম্বৎসর।
হইল বৎসর পূর্ণ চৈত্র পূর্ণিমাতে
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা হুনিল অগ্নিতে।
দ্বিজগণ বেদ শব্দে পুরিল গগন
শূন্য মণ্ডলিতে থাকি দেখে দেবগণ।
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলি যুগ মাঝ
বেদ নিন্দা ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ।
কাটা মুণ্ড অশ্বের যে আছিল বিশেষ
মায়া বলে ইন্দ্র তাহে হইল প্রবেশ।
সভা মধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভা খণ্ড।
রানী সহ নৃপতি আছয়ে সভা মাঝ
নাচে মুণ্ড সভা খণ্ড পাইল বড় লাজ।

যতেক সভার লোক অধমুখ হৈল
ব্রাহ্মন কুমারএক হাসিয়া উঠিল।
পুনঃপুন তালি মারে হাসে খলখল
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত আনল।
সন্মুখে ছিল রাজার খড়্গ খরশান
দ্বিজপুত্র কাটিয়া করিল দুই খান।
হাহাকার শব্দ ছিল যজ্ঞের শালায়
চতুর্দ্দিগে দ্বিজগন পলাইয়া যায়।
ব্রহ্মবধী মহা পাপী এই দুরাচার
দেখিতে হইবে পাপ বদন ইহার।
যত দুর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার
তত দুর দ্বিজের বসতি নাহি আর।
অশ্বমেধ যজ্ঞ নামে ধরিয়া আনিল
ব্রাহ্মণের মাংস খায় এখন জানিল

ফেলাহ ইহার দ্রব্য যে আছে যথায়
এত বলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায়।
ব্রাহ্মণ বধীর মুখ দেখিতে অনোচিত
রাজাগণ যথা তথা গেল চতুর্ভিত।
দ্বিজ ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন
সভে গেল একামাত্র রহিল রাজন।

মহাভারতের কথা অমৃতের ধার
কাশীরাম কহে শুনি তরিবে সংসার

অন্তর্জ্যামি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপরাসর মুনি
বর্ণনা না যায় যার অপূর্ব্বিত গুনি।
সত্যবতী হৃদয় নন্দন মুনি ব্যাস
যার মুখ চন্দ্র তিন ভুবন প্রকাশ।

যে মুখ পঙ্কজ গলিত সুধাধার
পাপতে তরিল প্রাণী এ ভব সংসার।
কনক পিঙ্কল জটা বিরাজিত শির
কৃষ্ণ অঙ্গ শোভে যেন তড়িত মন্দির।
অম্বর সম্বর যে তারত বাঁধি কাঁধে
দক্ষিন বাম্যেতে পাছে মুনি নাথেং।
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয় হৃদয়
উপনিত সেই খানে যথা জন্মেজয়।
অধমুখে আছে রাজা হইয়া শোকাবেশ
ব্যাস দেখি লজ্জাবান হইল বিশেষ।
মুনি বলে অভিমান তেজ নরপতি
বাক্য না শুনিলা রাজা হৈল এই গতি।
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস
চরনে পড়িয়া কহে গদ গদ ভাষ।

আমা হেন নিন্দিত নাহিক এ সংসারে
তোমার বচন না শুনিলাম অহঙ্কারে।
তার সমোচিত ফল নিকটে পাইলাম
দুষ্পাপ নরক শিন্ধু মধ্যেতে পড়িলাম।
কৃপা কর মুনিরাজ পড়িলাম চরনে
তোমা বিনা তারে মোরে নাহি অন্য জনে।।
তেজি মোরে ভ্রাতৃ যদ্বি যত জন
তেজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগন।
পাপী বলি কেহ মোর নিকটে না আইসে
আপনি আইলা মোরে তুমি স্নেহ বসে।
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কি করি এখান
পাপ শিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারন।
মুনি বলে চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর
হইবে নিষ্পাপ রাজা মোর বাক্য ধর।

ব্রহ্মবধ আদি পাপ সব হবে ক্ষয়
অশ্বমেধ ফল পাবা নাহিক সংশয়।
এক নক্ষ শ্লোক মহাভারত কাহিনি
শুচি হইয়া এক মনে শুন নৃপমনি।
যতেক পাপ তার নাহিক সংশয়
আমার বচনে যদি করহ প্রত্যয়।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রতপ বান্ধহ উপরে
তার তলে ভারত শুনহ নৃপবরে।
মহাভারতের কথা কীর্ত্তনের বাতে
কৃষ্ণবর্ণ তেজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে।
পূর্ব্বে যে পুছিল পিতৃ পিতামহ কথা
সেই সব কথা এই ভারথের গাঁথা।
মহা পুণ্য যত কথা অতুল সংসারে
করহ শ্রবণ যুক্তা হবা নৃপবরে।

এত শুনি জন্মেজয় আনন্দ হৃদয়
ধরিল মুনির পায় করিয়া বিনয়।
কৃপা যদি হৈলা মোরে কর এই মত
আপনি শুনাহ মোরে শ্রী মহাভারত।
মুনি বলে ভারতের কথন বিস্তার
কহিবারে অবসর নাহিক আমার।
মুনি শ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রেষ্ঠ এই তপোধন
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন।
ইহঁ শুনাইবেন মহাভারত আখ্যান
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা বলিল বচন
এত বলি মুনিরাজ গেল নিজ স্থান।
বৈশম্পায়ন বৈল তবে কহিতে পুরান

প্রথম বই সমাপ্ত।